USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

WINROCK INTERNATIONAL

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

যৌথ পাহারা দলের দায়িত্ব ও কর্তব্য

(যৌথ পাহারা দল এর সদস্যদের জন্য)

Training Manual

Roles and Responsibilities of Community Patrolling Group

নভেম্বর, ২০১৩

ক্লাইমেট-রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস্ এন্ড লাইভলিহুডস্ (ক্রেল) প্রকল্প

বন অধিদপ্তর

Department of Environment

মৎস্য অধিদপ্তর

এই মডিউলটি প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত আমেরিকার জনগণের সহায়তায়।
ক্রেল প্রকল্প দ্বারা এর সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। এই মডিউলের বিষয়বস্তুর সাথে ইউএসএআইডি বা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির কোন সম্পর্ক নাই।

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল
যৌথ পাহারা দলের দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রকাশক	ঃ	ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) এর ক্রেল
সরকারী পার্টনার	ঃ	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীন বন অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তর এবং ভূমি মন্ত্রণালয়
রচনা ও প্রণয়নে	ঃ	আইপ্যাক প্রকল্প কর্তৃক প্রণয়নকৃত ম্যানুয়ালের পরিমার্জন ও সংকলন
প্রথম প্রকাশনা	ঃ	নভেম্বর, ২০১৩

কপি রাইট	ঃ	ইউএসএআইডি এর ক্রেল

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের ৩৬টি রক্ষিত বন, জলাভূমি এবং পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার জলবায়ু সহিষ্ণু প্রতিবেশ ও জীবিকায়ন এর লক্ষ্যে ২০১২ সাল থেকে ইউএসএআইডি এর আর্থিক সহায়তায় বন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে ক্লাইমেট-রেজিলিয়েন্ট ইকোসিসটেমস এন্ড লাইভলিহুডস (CREL) প্রকল্প।

প্রকল্পভুক্ত এলাকাগুলোতে প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য পুনরুদ্ধার এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে একটি স্বাস্থ্যকর ও উৎপাদনশীল পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যে গঠন করা হয়েছে 'যৌথ পাহারা দল'। যাতে করে বন বিভাগের সথে যৌথ পাহারা দল বন পাহারার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে বনের পরিবেশ তথা জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সরকারকে সহযোগীতা করতে পারে।

যৌথ পাহারা দলের সদস্যগণ বন পাহারায় কাজ করছে। তাদের টেকসই সামর্থ্যতা উন্নয়নের লক্ষ্যে জ্ঞান, সচেতনতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়কে বিবেচনা করে তৈরী করা হয়েছে ম্যানুয়ালটি। তাদের এই সামর্থতা বৃদ্ধি মূলত প্রকল্পের লক্ষ্য সাধনে ও অর্জনে অবদান রাখবে।

এই ম্যানুয়ালটি সার্বিকভাবে গত এক বছরের বেশীসময়ের ক্রেল প্রকল্পের কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা, ব্যবহার, পরিচালনা, পরীক্ষা-নীরিক্ষার ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। কাজেই সেদিক থেকে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি অতীতের অভিজ্ঞতা, বিষয়বস্তু, প্রক্রিয়া, পদ্ধতি, ব্যবহার ইত্যাদিকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এই ম্যানুয়ালটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটিতে খুব সহজ, সাধারণ এবং বিস্তারিতভাবে প্রশিক্ষণের বিষয়, উদ্দেশ্য, উপকরণ ও প্রক্রিয়াসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে যাতে একজন প্রশিক্ষক সহজে বুঝে উঠতে পারে এবং স্বাচ্ছন্দতার সাথে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে পারে। সর্বোপরি এর মাধ্যমে একটি সক্রিয় অংশগ্রণমূলক পরিবেশ সৃষ্টি হবে। এই ম্যানুয়ালে জলবায়ু পরিবর্তনসহ মোট ৯টি অধিবেশন সংযুক্ত করা হয়েছে। যাতে যৌথ পাহারা দলের সদস্যগণ তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সক্ষম হয় এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সহ-ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বুঝতে পারে।

ম্যানুয়ালে বর্ণিত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি এবং বিষয়সমূহের রক্ষণ বিধিবদ্ধ নহে তবে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষকগণ তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সম্পৃক্ত করে প্রশিক্ষণকে সমৃদ্ধি সাধন করবেন যা প্রশিক্ষণকে উন্নতর এবং শিখনের পরিবেশ তৈরীতে সহায়তা করবে।

এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ব্যবহার করে যদি যৌথ পাহারা দলের এতটুকু উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সহায়তা হয় তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। এই ম্যানুয়ালটির সমৃদ্ধি সাধনে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও কৃতজ্ঞ প্রকাশ করছি।

সূচিপত্র

প্রশিক্ষণ সূচি	০১
ম্যানুয়াল ব্যবহারের নির্দেশিকা	০২
প্রারম্ভিকতা	০৫
অধিবেশন-১.১ঃ অংশগ্রহণকারীদের নাম নিবন্ধন ও সূচনামূলক আলোচনা	০৬
অধিবেশন-১.২ঃ জড়তামুক্তি ও পরস্পরের সাথে পরিচয়	০৮
অধিবেশন-১.৩ঃ প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্য	০৯
অধিবেশন-০২ঃ রক্ষিত এলাকাসমূহের সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও ক্রেল প্রকল্প	১০
অধিবেশন-০৩ঃ জলবায়ু পরিবর্তন, এর কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা	১৩
অধিবেশন-০৪ঃ সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন ও যৌথ পাহারা, কমিউনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/ সদস্যা নির্ধারণ পদ্ধতি, কমিউনিটি পেট্রোলিং এর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ	১৮
অধিবেশন-০৫ঃ কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের গঠন প্রক্রিয় ও দায় দায়িত্ব	২৬
অধিবেশন-০৬ঃ কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের জন্য সুবিধাদি, সাপ্তাহিক টহল পরিকল্পনা ও টহল পদ্ধতি, দায়বদ্ধতা, কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/সদস্যাদের ঝুঁকি ও নিরাপত্তা, মূল্যায়ন এবং পরিবীক্ষণ, কম্যুনিটি টহল দলের প্রতিবেদন ছক, অঙ্গীকারনামা, কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/সদস্যাদের নাম ও স্বাক্ষর	২৮
অধিবেশন-০৭ঃ বন্যপ্রাণী, বন, পরিবেশ ও ইট-পোড়ানো আইন	৩৪
অধিবেশন-০৮ঃ কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/সদস্যাদের নিরাপত্তা ও ঝুঁকি বিশে- ষণসহ ‘করনীয়’ ও ‘বর্জনীয়’ বিষয়সমূহ	৩৮
অধিবেশন-০৯ঃ কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/সদস্যাদের উদ্যোগসমূহের প্রতিফলন এবং উদ্ভূত সমস্যা ও ইস্যুসমূহ	৩৯

প্রশিক্ষণ সূচি

‘যৌথ পাহারা দলের দায়িত্ব ও কর্তব্য’

(কমিউনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/সদস্যা এবং বন বিভাগের ফরেস্ট গার্ডদের জন্য)

সময়	বিষয়	পদ্ধতি	সহায়ক
০৯ঃ০০-০৯ঃ৪৫	নিবন্ধন, উদ্বোধন, স্বাগত বক্তব্য, সূচনা মন্তব্য ও প্রশিক্ষণ পরিবেশ সৃষ্টি এবং প্রত্যাশা যাচাই	আলোচনা, একক/দ্বৈত গ্রুপ পরিচয়	সহায়ক
০৯ঃ৪৫-১০ঃ১৫	রক্ষিত এলাকাসমূহের সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও ক্রেল প্রকল্প	ফ্লিপ চার্ট/পোস্টার/মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপন ও অংশগ্রহণমূলক আলোচনা	সহায়ক
১০ঃ১৫-১০ঃ৪৫	জলবায়ু পরিবর্তন, অভিযোজন এবং রেজিলিয়েন্স	প্রশ্ন-উত্তর, অভিজ্ঞতা ও ধারণা বিনিময়	সহায়ক
১০ঃ৪৫-১১ঃ০০	**চা বিরতি**	অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ	সহায়ক
১১ঃ০০-১২ঃ০০	সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন ও যৌথ পাহারা, কমিউনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/সদস্যা নির্ধারণ পদ্ধতি, কমিউনিটি পেট্রোলিং এর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ	অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, হ্যান্ডনোট পাঠ, প্রশ্ন-উত্তর ও বক্তৃতা	সহায়ক
১২.০০-১২.৩০	বন্যপ্রাণী, বন, পরিবেশ ও ইট-পোড়ানো আইন	ফ্লিপ চার্ট/পোস্টার/মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপন ও অংশগ্রহণমূলক আলোচনা এবং প্রশ্ন-উত্তর	সহায়ক
১২.৩০-০১.০০	কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের গঠন প্রক্রিয় ও দায় দায়িত্ব	অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, পোস্টার/মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপন, প্রশ্ন-উত্তর ও বক্তৃতা	সহায়ক
০১.০০-০২ঃ০০	**নামাজ ও দুপুরের খাবারের বিরতি**	**অংশগ্রহণকারীদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা**	সহায়ক
০২.০০-০৩ঃ০০	কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের জন্য সুবিধাদি, সাপ্তাহিক টহল পরিকল্পনা ও টহল পদ্ধতি, দায়বদ্ধতা, কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/সদস্যাদের ঝুঁকি ও নিরাপত্তা, মূল্যায়ন এবং পরিবীক্ষণ, কম্যুনিটি টহল দলের প্রতিবেদন ছক, অঙ্গীকারনামা, কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/সদস্যাদের নাম ও স্বাক্ষর	অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, পোস্টার/মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপন, প্রশ্ন-উত্তর ও বক্তৃতা এবং টহল পদ্ধতি অভিনয়	সহায়ক
০৩ঃ০০-০৩ঃ১৫	**চা বিরতি**	অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ	সহায়ক
০৩ঃ১৫-০৩.৪৫	কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/সদস্যাদের নিরাপত্তা ও ঝুঁকি বিশে- ষণসহ ‘করনীয়’ ও ‘বর্জনীয়’ বিষয়সমূহ	পোস্টার/মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপন ও আলোচনা	সহায়ক
০৩.৪৫-০৪.১৫	রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণে কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/সদস্যাদের উদ্যোগসমূহের প্রতিফলন এবং উদ্ভূত সমস্যা ও ইস্যুসমূহ	পোস্টার/মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপন ও অংশগ্রহণমূলক আলোচনা এবং প্রশ্ন-উত্তর	সহায়ক
০৪.১৫-০৪ঃ৪৫	প্রশিক্ষণ পর্যালোচনা ও সমাপ্তি ঘোষণা	অংশগ্রহণমূলক আলোচনা	সহায়ক

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল
যৌথ পাহারা দলের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ম্যানুয়াল ব্যবহারের নির্দেশিকাঃ

উদ্দেশ্য ঃ

- যৌথ পাহারা দলের সদস্যদের জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন;
- জলবায়ু পরিবর্তন, এর কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ; এবং
- যৌথ পাহারা দল ও বন বিভাগের যৌথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা।

অংশগ্রহণকারী ঃ

বন পাহারায় নিয়োজিত যৌথ পাহারা দলের সদস্যবৃন্দ।

ম্যানুয়ালে মোট ৯টি বিষয় ভিত্তিক অধিবেশন রয়েছে।

প্রধান বিষয়বস্তু ঃ

- রক্ষিত এলাকাসমূহের সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও ক্রেল প্রকল্প
- জলবায়ু পরিবর্তন, অভিযোজন এবং রেজিলিয়েন্স
- ভূমিকা, বন সংরক্ষণের গুর"ত্ব ও নিসর্গ নেটওয়ার্ক, নিসর্গ নেটওয়ার্কের মূলনীতি, সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন ও যৌথ পাহারা, কমিউনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/সদস্যা নির্ধারণ পদ্ধতি, কমিউনিটি পেট্রোলিং এর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ
- বন্যপ্রাণী, বন, পরিবেশ ও ইট-পোড়ানো আইন
- কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের গঠন প্রক্রিয় ও দায় দায়িত্ব
- কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের জন্য সুবিধাদি, সাপ্তাহিক টহল পরিকল্পনা ও টহল পদ্ধতি, দায়বদ্ধতা, কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/সদস্যাদের ঝুঁকি ও নিরাপত্তা, মূল্যায়ন এবং পরিবীক্ষণ, কম্যুনিটি টহল দলের প্রতিবেদন ছক, অঙ্গীকারনামা, কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/সদস্যাদের নাম ও স্বাক্ষর
- কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/সদস্যাদের নিরাপত্তা ও ঝুঁকি বিশে-ষণসহ 'করনীয়' ও 'বর্জনীয়' বিষয়সমূহ
- কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/সদস্যাদের উদ্যোগসমূহের প্রতিফলন এবং উদ্ভূত সমস্যা ও ইস্যুসমূহ

সময়সীমা ঃ

প্রশিক্ষণের সময়সীমা ১ দিন যেখানে প্রতিটি অধিবেশনের জন্য সর্বোচ্চ-ত্রিশ মিনিট থেকে এক ঘন্টা সময় ধরা আছে। তবে যেহেতু অংশগ্রহণকারীদের বনভূমি এলাকার অভিজ্ঞতার আলোকে বিষয়গুলো আলোচনা করা হবে যার ভিত্তি হবে অংশগ্রহণমূলক। আলোচনার ক্ষেত্রে ৫ থেকে ৭ মিনিট সময় কম বা বেশি লাগতে পারে।

প্রশিক্ষণের স্থান ঃ

ম্যানুয়ালে অর্ন্তভূক্ত বিষয়গুলো নিয়ে প্রশিক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট কোন স্থান বা ভেন্যু নেই। প্রকল্পের সাইট অফিস/সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির অফিস/ইউনিয়ন পরিষদ এর সম্মেলন কক্ষ/যে কোন দলীয় সদস্যের বাড়ির উঠানে এই প্রশিক্ষণ হতে পারে।

অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ঃ

প্রশিক্ষণে বনভূমি এলাকার যৌথ পাহারা দল এর সদস্যদের সকলেরই উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয়।

বিভিন্ন অধিবেশনে পদ্ধতির ব্যবহার ঃ

পুরো অধিবেশনে অংশগ্রহণমূলক আলোচনাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয় নিয়ে আলোচনার সময় অংশগ্রহণকারীদের বন এলাকার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে এবং অভিজ্ঞতা ও আলোচিত বিষয়বস্তুর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে।

পদ্ধতিগুলোর প্রয়োগ কৌশল নিচে দেয়া হলো ঃ

বক্তৃতা/আলোচনা এবং অভিজ্ঞতা ও ধারণা বিনিময় ঃ

হ্যান্ড নোটের সহায়তায় বক্তৃতা/আলোচনা করা হয়। অধিবেশনের চলাকালিন মাল্টিমিডিয়া/পোস্টার পেপারের মাধ্যমে হ্যান্ড নোটের তথ্যগুলো প্রদর্শন করে বিষয়বস্তু আলোচনা করা হয়। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীদের অভিজ্ঞতা ও ধারণা বিনিময় করা হয়।

প্রশ্নোত্তর ঃ

এই পদ্ধতিতে সহায়ক ও অংশগ্রহণকারী পরস্পরকে এবং একজন অংশগ্রহণকারী অন্য অংশগ্রহণকারীকে প্রশ্ন করতে পারেন। এভাবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা চলবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, প্রশ্নগুলো হবে গঠনমূলক, বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং শিক্ষণীয়। প্রতিটি অধিবেশনের শেষে শিক্ষণীয় বিষয়ের সারসংক্ষেপ করা বাঞ্ছনীয়।

সহায়কের জন্য কিছু টিপস্ ঃ

- অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত শুভেচ্ছা জানান এবং কুশল বিনিময় করুন
- সবার বসার জন্য স্থান ও পরিবেশ তৈরি করুন এবং সবাই ঠিক ভাবে চক্রাকারে বসতে পেরেছেন কিনা নিশ্চিত হোন
- সেশন প্ল্যান (পাঠ পরিকল্পনা) অনুযায়ী অধিবেশন পরিচালনা করুন
- গত অধিবেশনের ওপর পুনরালোচনা দিয়ে শুরু করুন
- সহজ, সুন্দর ও সাবলীলভাবে বিষয়বস্তু/তথ্য উপস্থাপন করুন
- তথ্য ও পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সহায়িকায় দেয়া নির্দেশনা অনুসরণ করুন
- আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণকারীদের মতামত ও অভিজ্ঞতা শুনুন
- অধিবেশন শেষে আলোচনার সার-সংক্ষেপ করুন এবং করণীয় নির্ধারণ করুন

প্রারম্ভিকতা ঃ

- একটি দেশের পরিবেশের ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বন ও জলাভূমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
- বাংলাদেশ বন নীতি ১৯৯৪ অনুসারে একটি দেশের মোট ভূমির ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা প্রয়োজন
- বাংলাদেশে মোট ভূমি এবং জনসংখ্যার বিপরীতে মাত্র ১৭ শতাংশ বনভূমি রয়েছে যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম, যেখানে থাকা দরকার ২৫ শতাংশ। কেননা বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি।
- যদি বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে, তবে তা পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়ায়। গাছপালা কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে যা মানুষ সহ সকল প্রাণিকূলের বেচেঁ থাকার জন্য অত্যাবশ্যক। বনভূমি একদিকে যেমন বায়ুমন্ডলের অক্সিজেনের ভারসাম্য রক্ষা করে অপরদিকে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার কমায়।
- এছাড়া অধিক জনসংখ্যার কারণে চাপ বাড়ছে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর। দেশের প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে অবৈধ বৃক্ষ নিধন ও অবৈধ ভূমি দখল বেড়েছে। ফলশ্রুতিতে বৃক্ষের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে নানা প্রজাতির প্রাণী।
- জলাভূমি কমে যাওয়ায় জলজ জীববৈচিত্র্য ধ্বংস প্রাপ্ত হচ্ছে। বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী এই সব কিছুর জন্য প্রয়োজন হাওর-বাঁওড়, অসংখ্য খাল-বিল, নদী-নালা ইত্যাদির। কেননা এগুলো প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে।
- কলকারখানা, যানবাহন, ইটভাটা ইত্যাদির বিষাক্ত কালো ধোঁয়া পরিবেশ দূষিত করে এবং বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে। এছাড়া ফ্রিজ, এয়ারকন্ডিশন, এরোসল ইত্যাদি ব্যবহারের কারণে সিএফসি (ক্লোরোফ্লোরো কার্বন) গ্যাস বৃদ্ধি পাচ্ছে যা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের একটি অনুর চেয়ে ২০-৩০ গুণ বেশি তাপ ধরে রাখতে পারে। বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে নজিরবিহীনভাবে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে। বাংলাদেশ বিশ্বের সর্বোচ্চ বিপদাপন্ন দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম।
- বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির একটি ভয়াবহ পরিণতি হলো সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। সমুদ্র পৃষ্ঠের ১ মিটার উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পানির নীচে তলিয়ে যাবে।
- সমুদ্রপৃষ্ঠের ৪৫ সে.মি. উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে সুন্দরবনের প্রায় ৭৫ শতাংশ তলিয়ে যেতে পারে। ফলে, জীবজন্তু ও গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
- এছাড়া তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে মাটির আদ্রতা কমে যায়। মাটির আদ্রতার অভাবে খরা দেখা দেয়। ফলে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পাবে এবং বিশ্বব্যাপী খাদ্যাভাব দেখা দেবে। ধারণা করা হয় যে ২১ শতকে মোট খাদ্য উৎপাদনের শতকরা ৩০ ভাগ উৎপাদন কমে যাবে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি হচ্ছে ফলে মানুষের রোগ ব্যাধি বেড়ে যাচ্ছে ও মৃত্যু হচ্ছে। বনায়ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি কমায় এবং ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস করে।

প্রতিনিয়ত প্রকৃতিকে বিপর্যস্ত করে আমরা নিজেরাই যেন নিজেদের বিপদ ডেকে আনছি। অথচ বনাঞ্চল, জলাশয় বা এসব প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর এমন যথেচ্ছা ব্যবহার কিছুদিন পূর্বেও এমন ভয়াবহভাবে দেখা যায়নি। বন ও জলাভূমি না থাকলে মানুষ সহ এখানে বসবাসরত প্রাণিকূলের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সকল স্তরের মানুষকে বন ও জলাভূমি সংরক্ষণে এগিয়ে আসতে হবে।

অধিবেশন ঃ ১.১

শিরোনাম ঃ অংশগ্রহণকারীদের নাম নিবন্ধন ও সূচনামূলক আলোচনা

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ প্রশিক্ষণের প্রকৃতি জানতে পারবেন।

সময় ঃ ১৫ মিনিট।

পদ্ধতি ঃ প্রশিক্ষণার্থী নিবন্ধন ফরম (অঞ্চল কর্তৃক সরবরাহকৃত ফরম ব্যবহার করবেন) ।

উপকরণ ঃ বক্তৃতা ও আলোচনা।

প্রক্রিয়া ঃ

- ❖ অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের আন্ড়রিকভাবে স্বাগত জানাবেন।
- ❖ নিম্নের তালিকা/নিবন্ধন ফরম অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ কর্ন। প্রশিক্ষনার্থীরা উক্ত ফরম পূরন করবেন ও স্বাক্ষর করবেন।
- ❖ এবার প্রশিক্ষণের ধরন সম্পর্কে এবং পুরো প্রশিক্ষণ কোর্সটিতে অংশগ্রহণমূলক বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহারের কথা বলুন।

  - এই প্রশিক্ষণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আমরা সকলেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করবো।
  - এখানে আমরা সকলে মিলে প্রতিটি বিষয় আলোচনা করবো। পারস্পারিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবো। কারণ আমাদের সকলেরই নিজস্ব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে।

- ❖ প্রশিক্ষণের নাম ও সময়কাল সম্পর্কে বলুন।
  - অতঃপর আবার সকলকে আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করার ও পারস্পারিক সহযোগিতার অনুরোধ জানান এবং অধিবেশন শেষ কর্ন।

প্রশিক্ষণ কোর্স
যৌথ পাহারা দলের দায়িত্ব ও কর্তব্য

অংশগ্রহণকারীদের নাম নিবন্ধনকরণ ছক

প্রশিক্ষণ স্থান: অঞ্চল/এলাকা: তারিখ: সময়:

ক্রমিক নং	অংশগ্রহণকারীদের নাম	দলের নাম	এলাকা	স্বাক্ষর

অধিবেশন ঃ ১.২

শিরোনাম ঃ জড়তামুক্তি ও পরস্পরের সাথে পরিচয়

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে-

- ❖ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের সাথে একে অপরের পরিচিতির সুযোগ পাবেন। পারস্পরিক যোগাযোগের বাঁধাগুলি অতিক্রম করে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণে স্বাচ্ছন্দ অনুভব করবেন।
- ❖ সৃজনশীল উপায়ে পরিচয় বিনিময়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ আলোচনার ক্ষেত্র তৈরির জন্য সহজ সম্পর্ক তৈরি করতে পারবেন।
- ❖ একটি জড়তামুক্ত ভয়ভীতিহীন আনন্দদায়ক অংশগ্রহণমূলক শিখন পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

সময় ঃ ১৫ মিনিট।

পদ্ধতি ঃ পেয়ার গ্রুপ পরিচয়।

উপকরণ ঃ মার্কার, নাম লিখার জন্য কার্ড।

প্রক্রিয়া ঃ

পরিচয় পর্বকে আনন্দঘন ও সবাইকে জড়তামুক্ত করার জন্য আমরা একটা কৌশল গ্রহণ করব। কৌশলটি হচ্ছেঃ প্রত্যেকেই নিজ নিজ পছন্দমত একজন সাথী বাছাই করুন। বাছাইকৃত সাথীকে নিয়ে একত্রে বসুন ও তার নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জেনে নিন।

- ❖ নাম, ঠিকানা ও পেশা
- ❖ ভাল লাগে এমন একটি বিষয়ের নাম এবং মন্দ লাগে এমন একটি বিষয়ের নাম
- ❖ জোড়াভিত্তিক আলোচনার জন্য তিন মিনিট সময় দিন।
- ❖ সময় শেষে প্রশিক্ষণ ক্লাসে পূর্বের ন্যায় বসতে বলুন। অতঃপর প্রত্যেক জোড়াকেই একে একে সামনে এসে নিজ-নিজ তথ্যগুলো দিতে বলুন। উলে- খ্য, এপর্যায়ে জোড়ার একে অন্যের তথ্যগুলো সকলের উদ্দেশ্যে বলবেন (প্রত্যেক জোড়া এ জন্য দেড় মিনিট করে সময় পাবেন)।
- ❖ পরিচয় প্রদানকালীন প্রশিক্ষক/সহযোগী নেম কার্ডে নাম লিখবেন।
- ❖ পরিচয় ও অন্যান্য তথ্য বিনিময়ের পর বলুন, এখন কেমন লাগছে?
- ❖ তারা স্বাভাবিকভাবেই জড়তামুক্ত ও অপেক্ষাকৃত ভাল লাগার পরিবেশের কথা বলতে পারেন।
- ❖ প্রত্যেককেই তার নিজ নিজ নেম কার্ডটি প্রদান করুন এবং যাতে সকলেই দেখতে পায় এমন স্থানে আটকিয়ে রাখতে বলুন। তারা যাতে প্রশিক্ষণকালীন কার্ড লাগিয়ে রাখে, সে ব্যাপারে আগাম তথ্য দিন।

উপরোক্ত কৌশল ছাড়াও অন্য প্রক্রিয়াতেও পরিচয় পর্ব হতে পারে যা সহায়ক ঠিক করবেন।

অধিবেশন ঃ ১.৩

শিরোনাম ঃ প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য ঃ অংশগ্রহণকারীগণ প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় ঃ ১৫ মিনিট।

পদ্ধতি ঃ অংশগ্রহণমূলক আলোচনা।

উপকরণ ঃ বোর্ড, মার্কার ও মাল্টিমিডিয়া।

প্রক্রিয়া ঃ

- ❖ উলে- খ কর ন যে, ইতোমধ্যে হয়তঃ আপনারা ক্রেল প্রকল্প কর্মীর কাছে থেকে কোর্স সম্পর্কিত কিছু বিষয় জেনেছেন । এই প্রেক্ষিতে আপনাদেরও হয়তো বিশেষ কিছু বিষয় জানার আগ্রহ থাকতে পারে।
- ❖ অতঃপর প্রত্যেককে নিজ নিজ প্রত্যাশা বলার সুযোগ দিন ও সেগুলো বোর্ডে লিখুন।
- ❖ এবার কোর্সের উদ্দেশ্য পোস্টার এর মাধ্যমে উপস্থাপনা কর ন। পাশাপাশি তাদের প্রত্যাশাসমূহ কোর্সের উদ্দেশ্যর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা মিলিয়ে দেখুন। এই পোস্টারে যা থাকতে পারে-
    - রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সাথে নিসর্গ নেটওয়ার্ক-এর সম্পর্ক বুঝতে পারবেন।
    - রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণে কমিউনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/সদস্যাদের উদ্যোগসমূহের প্রতিফলন, উদ্ভূত সমস্যা ও ইস্যুসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
    - দায়িত্ব পালনকালীন একজন কমিউনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/সদস্যার নিরাপত্তা ও ঝুঁকি বিশে- ষণসহ ‘করণীয়’ ও ‘বর্জনীয়’ বিষয়সমূহ তুলে ধরতে পারবেন।
    - বন্যপ্রাণী, পরিবেশ ও বন সংরক্ষণ আইন সম্পর্কে প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয় ধারণা পাবেন।

অধিবেশন ঃ ২

শিরোনাম ঃ রক্ষিত এলাকাসমূহের সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও ক্রেল প্রকল্প

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- ❖ বনভূমির রক্ষিত এলাকা, জলাভূমি ও পরিবেশগতভাবে বিপন্ন এলাকাসমূহের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে সহ-ব্যবস্থাপনার গুরুত্বসহ ক্রেল প্রকল্পের কার্যক্রম তুলে ধরতে পারবেন।

সময় ঃ ৩০ মিনিট।

পদ্ধতি ঃ ফ্লিপ চার্ট/পোস্টার/মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপন ও অংশগ্রহণমূলক আলোচনা ।

উপকরণ ঃ বোর্ড, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া/পোস্টার পেপার এবং হ্যান্ডনোট।

প্রক্রিয়া ঃ

- ❖ বলুন, পূর্বে বা বর্তমানেও বিভিন্ন স্থানে স্কুল, মসজিদ , মন্দির প্রভৃতি স্থানীয় জনগণই নিজেদের দায়িত্ব ও অর্থে পরিচালনা করে। এই ব্যবস্থাপনায় এলাকার সংশি- ষ্ট সকলেরই অংশগ্রহণ থাকে। এ ধরণের ব্যবস্থাপনাই মূলত সহ-ব্যবস্থাপনা ।

- ❖ এরপর নিম্নে বর্ণিত সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করুন।

  - সহযোগিতামূলক ব্যবস্থাপনা- অর্থাৎ সহ-ব্যবস্থাপনা বলতে এমন এক ব্যবস্থাপনা বুঝায় যেখানে দুই বা ততোধিক সামাজিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একটি প্রদেয় এলাকা কিংবা কিছু প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনার জন্যে দায়িত্ব পালন করেন এবং তৎসম্পর্কিত কার্যাবলীর ন্যায্য অংশীদারিত্ব নিয়ে আলোচনা ও অঙ্গীকার করেন।

- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনার জন্য নিম্নের সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন বিষয়টি উপস্থাপন করুন ঃ

  - বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে নিয়োজিত। জনগণের সহায়তা ও অংশগ্রহণ ছাড়া শুধুমাত্র সরকারের পক্ষে এই সম্পদ রক্ষা বা ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব নয়।
  - সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে সংশি- ষ্ট সকল পক্ষেরই ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হয় ও নীতিনির্ধারণে ভুমিকা থাকে।
  - একটি রক্ষিত এলাকাকে (রক্ষিত এলাকা হলো আইন অথবা অন্য কোন গঠনমূলক উপায়ে নিয়ন্ত্রিত একটি বনভূমি, জলাভূমি বা সামুদ্রিক এলাকা, যা মূলত জীববৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে নিবেদিত) বিভিন্ন কারণে সহ-ব্যবস্থাপনার অধীনে আনা যেতে পারে, যেমন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, প্রজাতি সংরক্ষণ ও বংশগতি বৈচিত্র্য,

পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ, বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, পর্যটন ও বিনোদন, শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইত্যাদি।

❖ এরপর সহ-ব্যবস্থাপনায় ক্রেল প্রকল্পের কার্যক্রম নিম্নরূপ ভাবে তুলে ধরুন ঃ

ক্রেল প্রকল্পের সূচনা ও পটভূমি ঃ

- ক্রেল হলো ক্লাইমেট-রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস এন্ড লাইভলিহুডস (জলবায়ু সহিষ্ণু প্রতিবেশ ও জীবিকায়ন) প্রকল্প।
- ২০১২ সালের অক্টোবর মাসে ক্রেল প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় মার্চ ২৭, ২০১৩ সালে।
- পাঁচ বছর মেয়াদী এই প্রকল্প ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শেষ হবে।
- ইউএসএআইডি এর অর্থায়নে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত "সমাজভিত্তিক জলাভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (MACH) প্রকল্প" এবং বন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত "নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প (NSP)" ও "সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা (IPAC) প্রকল্প " প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সংশি- ষ্ট স্থানীয় স্টেকহোল্ডার বিশেষ করে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ তথা সহ-ব্যবস্থাপনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ক্রেল প্রকল্প এই সহ-ব্যবস্থাপনা মডেলকে আরো জোড়দার করবে।

ক্রেলের কর্যক্রম ঃ

- প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্যের সুশাসনে উন্নতিসাধন
- স্টেকহোল্ডারদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানো
- জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও অভিজোযনের পরিকল্পনা এবং এর বাস্তবায়ন জোড়দার করা
- জীবিকায়ন এর উন্নতি ও বৈচিত্র্যতা আনা (যা জলবায়ু পরিবর্তনে পরিবেশগত ভাবে টেকসই ও সহিষ্ণু হবে)

প্রকল্পের সংক্ষিপ্তসার ঃ

- পাঁচ বছর মেয়াদি (অক্টোবর, ২০১২ - সেপ্টেম্বর, ২০১৭) প্রকল্পটিতে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে ইউএসএআইডি/বাংলাদেশ
- উইনরক ইন্টারন্যাশনার ও অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানের (বন বিভাগ, মৎস্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, ভূমি অফিস, ৪টি অঞ্চলের সমাজভিত্তিক সংগঠন) কারিগরী সহায়তায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রণীসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ক্রেলের পরিধি ঃ

- ৩৬টি রক্ষিত এলাকা/সাইট
- (বনভূমিঃ ২২টি, জলাভূমিঃ ৯টি, ইসিএঃ ৫টি)
- ৩৬টি রক্ষিত এলাকায় ৪টি রিজিওনাল অফিস
- ৬৬টি সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন
- (সিএমওঃ ২৭টি, সিবিওঃ ১৩টি, সিবিও উপজেলা কমিটিঃ ৩টি, উপজেলা ইসিএ কমিটিঃ ৮টি এবং ইউনিয়ন ইসিএ কমিটিঃ ১৫টি)

ক্রেল প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

১. প্রতিবেশ ও রক্ষিত এলাকাগুলো সংরক্ষণে সফল সহ-ব্যবস্থাপনা মডেলের উন্নয়ন (Scale up) ও এর সাথে খাপ খাওয়ানো (Adapt)
২. বাংলাদেশের বন ও জলাভূমিগুলো রক্ষা করা
৩. সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদগুলো রক্ষা করা
৪. জীববৈচিত্র্যের হুমকিসমূহ হ্রাস করা
৫. বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলোর সাথে অভিযোজন
৬. জীবিকার উন্নতিসাধন
৭. সহ-ব্যবস্থাপনার আওতায় এলাকা বাড়ানো এবং স্থানীয় জনগণকে সুবিধা প্রদান।
৮. জলবায়ুর পরিবর্তন রোধ ও এর সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান।
৯. প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সমর্থন যোগানো।

অধিবেশন ঃ ৩

শিরোনাম ঃ জলবায়ু পরিবর্তন, অভিযোজন এবং রেজিলিয়েন্স

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

- ❖ আবহাওয়া ও জলবায়ু কি তা জেনে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ❖ জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন;
- ❖ জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্নতা কি তা জানতে পারবেন;
- ❖ অভিযোজন সামর্থ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন; এবং
- ❖ রেজিলিয়েন্স ও আপদ কি তা বুঝতে পারবেন।

সময় ঃ ৩০ মিনিট।

পদ্ধতি ঃ প্রশ্ন-উত্তর, অভিজ্ঞতা ও ধারণা বিনিময় ।

উপকরণ ঃ বোর্ড, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া/পোস্টার পেপার এবং হ্যান্ডনোট।

প্রক্রিয়া ঃ

- ❖ বলুন, আবহাওয়া, জলবায়ু ও জলবায়ু পরিবর্তন বলতে আমরা কি বুঝি? আবার প্রশ্ন করুন অভিযোজন, রেজিলিয়েন্স ও আপদ কাকে বলে।
- ❖ অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে উত্তর পাওয়ার পর নিম্নে বর্ণিত আবহাওয়া, জলবায়ু ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং অভিযোজন, রেজিলিয়েন্স ও আপদ নিয়ে আলোচনা করুনঃ

আবহাওয়া ও জলবায়ু কি?

আবহাওয়া হলো কোন এলাকার দৈনিক তাপমাত্রা, বায়ুর আর্দ্রতা, বায়ু চাপ, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদির তাৎক্ষণিক অবস্থা; ভূপৃষ্ঠে কোন এলাকার অবস্থান ও এর সাপেক্ষে সূর্যের অবস্থান এর উপর ভিত্তি করে আবহাওয়া নির্ধারিত হয়।

জলবায়ু হচ্ছে কোন এলাকার কমপক্ষে ৩০ বছরের গড় আবহাওয়া। অর্থাৎ আবহাওয়ার মৌলিক উপাদান যথা - বায়ু চাপ, তাপমাত্রা, বায়ুর আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদির কমপক্ষে ৩০ বছরের গড় অবস্থা।

জলবায়ু পরিবর্তন ঃ

জলবায়ু পরিবর্তন বলতে সাধারণত আমরা একটি গড় জলবায়ুর পরিবর্তনশীলতার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনকে বুঝে থাকি। জলবায়ু পরিবর্তন ধীরে ধীরে ঘটে।

জাতিসংঘের আন্তঃসরকার জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যানেল (ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ-আইপিসিসি) জলবায়ু পরিবর্তনকে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে, "প্রাকৃতিক পরিবর্তন/তারতম্য

(Variability) বা মানুষের কার্যকলাপের ফলে সময়ের ব্যবধানে বা একটি নির্দিষ্ট সময়ে জলবায়ুতে কোন পরিবর্তন ঘটলে তাকে জলবায়ু পরিবর্তন বলে।"

জলবায়ু পরিবর্তন মানে পর্যবেক্ষণকৃত ও ভবিতব্য বৈশ্বিক তাপমাত্রার গড় ও সংশি- ষ্ট প্রভাব বৃদ্ধির (অর্থাৎ আবহাওয়ার চরম ঘটনার বৃদ্ধি; হিমশৈল (Iceberg) ও হিমবাহ (Glacier) গলার হার বৃদ্ধি; সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি; এবং বৃষ্টিপাতের সময় ও পরিমাণের পরিবর্তন প্রভৃতি) এই উভয় দিকই নির্দেশ করে।

আইপিসিসিএর তৃতীয় মূল্যায়ন রিপোর্ট অনুসারে, "একটি গড় জলবায়ুর স্থিতিবস্থা বা গড় পরিবর্তনশীলতায় যখন পরিসংখ্যানগত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়, যা দীর্ঘ সময় ধরে অব্যাহত থাকে (সাধারণত একযুগ বা তার বেশি সময় ব্যাপী) তাকে জলবায়ু পরিবর্তন বলে।"

কোন নির্দিষ্ট ঋতুতে একটি এলাকার আবহাওয়ার লক্ষণীয় পরিবর্তন হয় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। জলবায়ু পরিবর্তন একটি নিয়মিত প্রাকৃতিক ঘটনা যা ধীরে ধীরে ঘটে কিন্তু মানুষের কর্মকান্ডে তা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নামে অভিহিত। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মানব অস্তিত্বসহ এ গ্রহের জীববৈচিত্র্য ব্যাপক হুমকির সম্মুখীন।

জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্নতা ঃ

এটি এমন এক পর্যায়কে নির্দেশ করে যেখানে বিদ্যমান ব্যবস্থা সঙ্গিন বা অকার্যকর এবং জলবায়ুর তারতম্য ও চরম ঘটনাজনিত বিরূপ প্রভাব বিরাজমান।

এখানে 'ব্যবস্থা' বলতে মূলত জনগোষ্ঠীতে বিদ্যমান ব্যবস্থাকে বোঝানো হচ্ছে কেননা সকল জনগেষ্ঠী সমজাতীয় নয়; একইভাবে একই জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত পরিবার ও ব্যক্তিভেদে বিপদাপন্নতার মাত্রা ভিন্ন হতে পারে।

জলবায়ুর তারতম্যের প্রভাব কমিউনিটিতে কি হবে তা প্রাথমিকভাবে ভৌগলিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, উপকূলীয় জনগোষ্ঠীতে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও ঘূর্ণিঝড় এবং আধা শুষ্ক অঞ্চলের জনগেষ্ঠীতে খরার প্রভাব বেশি হবে।

জলবায়ু অভিঘাতের কারণে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিভিন্ন মাত্রায় সংবেদনশীল। উদাহরণস্বরূপ, আবাদের ক্ষেত্রে বৃষ্টির উপর নিভরশীল এমন জনগোষ্ঠী খনিতে কাজ করে এমন শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর চেয়ে বেশি নাজুক।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ ঃ

জলবায়ু পরিবর্তন দেশের বর্তমান বিভিন্ন সমস্যা ও প্রাকৃতিক ঝুঁকিসমূহের (Hazards) আরো অবনতি (Exacerbate) ঘটাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যেসব ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ দেখা দিবে তা হচ্ছে-

ঘন ঘন (Frequently) গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের হবে ও এর তীব্রতা (Intensity) বৃদ্ধিপাবে, ভারী ও অধিক অনিয়মিত (Erratic) বৃষ্টিপাত হবে। ফলে, নদী প্রবাহের উচ্চতা, উপকূলের ভাঙ্গন ও তলানী (Sedimentation) বৃদ্ধি পাবে, হিমালয়ের হিমবাহ (Glaciers) গলা বৃদ্ধি পাবে, কম ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাত হবে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে, এবং উষ্ণতা ও আর্দ্র আবহাওয়া বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখিত প্রত্যেকটি পরিবর্তনের ফলে ভয়াবহ হুমকির মুখে পড়বে প্রতিবেশ ব্যবস্থা, অর্থনীতি, সমাজ ও উন্নয়ন কর্মকান্ড।

শহরের রাস্তায় নৌকা চলাচল

বাংলাদেশের পল্লী এলাকার বন্যা

তীব্র অনাবৃষ্টি অবস্থা

সিডর এর ধ্বংসযজ্ঞ

নদীর তীর ভাঙ্গন

অভিযোজন সামর্থ্য ঃ

অভিযোজন সামর্থ্য বলতে পরিবর্তিত পরিস্থিতি বা চরম ঘটনার সঙ্গে খাপ-খাওয়ানোর মাধ্যমে সম্ভাব্য ক্ষতি কমানো, সুযোগের সদ্ব্যবহার ও উদ্ভুত পরিস্থিতির মোকাবেলা করাকে বোঝায়।

ব্যক্তি, পরিবার ও জনগোষ্ঠীর অভিযোজন সামর্থ কতটুকু বাড়ানো যাবে তা নির্ভর করে প্রধানত প্রাকৃতিক, মানবীয়, সামাজিক, অবকাঠামোগত/স্থাবর এবং আর্থিক সম্পত্তিতে তাদের প্রবেশগম্যতা/প্রাপ্যতা ও নিয়ন্ত্রণ কেমন তার উপর।

অভিযোজন সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য গুর"ত্বপূর্ণ এমন সম্পদসমূহঃ

মানবিক	জলবায়ু ঝুঁকি সম্পর্কিত জ্ঞান, কৃষি দক্ষতা সংরক্ষণ, শ্রম দেওয়ার শারীরিক ক্ষমতা
সামাজিক	মহিলাদের সঞ্চয় ও ঋণ দল, কৃষক-ভিত্তিক সংগঠন
অবকাঠামোগত/দৃশ্যমান	সেচ অবকাঠামো, বীজ, এবং শস্য সংরক্ষণ সুবিধা
প্রাকৃতিক	নির্ভরযোগ্য পানির উৎস্য, উর্বর/ফলনশীল জমি
আর্থিক	মাইক্রো ইন্স্যুরেন্স, বহুমুখী রোজগার ব্যবস্থা

অভিযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদে প্রবেশগম্যতা এবং নিয়ন্ত্রণ দেশে, জনগোষ্ঠীতে এমনকি পরিবারের ভেতরেও আলাদা হতে পারে। এটি বাহিরের কিছু নিয়ামক যেমন নীতিমালা, প্রতিষ্ঠান এবং ক্ষমতা কাঠামোর মাধ্যমে প্রভাবিত হয়। অভিযোজন সামর্থ্য সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কমতে বাড়তে পারে এবং আপদভেদেও ভিন্ন হতে পারে।

সাধারণভাবে বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষেরা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বেশি বিপন্ন। এর কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের অভিযোজন সহায়ক সম্পদের অভাব থাকে। উদাহরণস্বরূপ, নারীরা অনেক সময় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বেশি বিপদাপন্ন কেননা সংসারের সকল দায়-দায়িত্ব তারা পালন করলেও তথ্য, সম্পদ, সামাজিকক ও রাষ্ট্রীয় সেবা ব্যবস্থায় তাদের প্রবেশগম্যতা খুবই সীমিত।

রেজিলিয়েন্স/নিজ শক্তিতে আপদ মোকাবেলার সামর্থ্য ঃ

সঠিক সময় দক্ষতার সাথে আপদ প্রতিরোধ, আত্মীভূত করা এবং কাটিয়ে ওঠার সামাজিক সামর্থ্য অর্থাৎ, অপরিহার্য মৌলিক কাঠামোসমূহকে আপদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে দ্র"ত পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে এনে তাদের কার্যক্রম পুনরায় চালু করা ও তাদের পরিচিতি রক্ষা করার সামজিক সামর্থ্যই রেজিলিয়েন্স।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের ক্ষেত্রে রেজিলিয়েন্স একটি পরিচিতি প্রত্যয় এবং অভিযোজনের ক্ষেত্রেও এর বহূল ব্যবহার লক্ষ্যণীয়।

একটি সক্ষম/সমর্থ (Resilient) সমাজ/জনগোষ্ঠী বলতে এক্ষেত্রে তাদেরকে বোঝায় যারা কোন আপদ মোকাবেলা করে তার ক্ষতি দ্র"ত কাটিয়ে উঠে আগের তুলনায় ভাল অবস্থানে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে। রেজিলিয়েন্স ও অভিযোজন সামর্থ্যর মধ্যে একটি শক্তিশালী যোগসূত্র রয়েছে। অন্যদিকে, একই জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন দলের দুর্যোগের পর পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার শক্তি (Resilience) একেক রকম।

আপদ ঃ

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের প্রেক্ষিতে, আপদকে সংজ্ঞায়িত করা হয় এভাবে-

'আপদ একটি মারাত্মক ঘটনা যা প্রাকৃতিক, মানবসৃষ্ট কারণে ঘটতে পারে এবং যা মানুষের জীবন, জীবিকা, স্বাস্থ্য, সম্পদ, সেবা ব্যবস্থা, আর্থ-সমাজিক ব্যবস্থা বা পরিবেশের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।'

আপদ মানে অভিঘাত/Shocks (যেমন টর্ণেডো, বন্যা যা দ্রুত আঘাত করে) এবং চাপ/Stresses (যেমন খরা বা বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনশীল ধারা যা ধীরে ধীরে ঘটে) এই উভয় দিকই নির্দেশ করে।

আপদ ও তার প্রভাবের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, বন্যা ও তার প্রভাবে গবাদীপশুর মৃত্যু এই বিষয় দু'টি এক নয়। কিছু প্রভাব/ফলাফল যেমন খাদ্যাভাব, এটি একক কোন আপদের ফল না হয়ে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত ও চাপ, জমির ক্রমহ্রাসমান উর্বরতা এবং অনিশ্চিত ক্রয় ক্ষমতাসহ এরকম অনেকগুলো আপদের মিলিত ফল হতে পারে। কার্যকরভাবে বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই আপদের পরিবর্তনশীল/গতিময় প্রকৃতি ও তাদের মিথষ্ক্রিয়ার (Interaction) নানা দিক বুঝতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো/মানিয়ে চলা ঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি প্রশমনের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই খাপ-খাওয়ানোর সক্ষমতার ওপর, বিশেষত সর্বাধিক বিপদগ্রস্ত মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর জোর দিতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে জলবায়ু ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় মানুষের বসবাস বা চলাচল এবং জলবায়ু অসংবেদী (Unconsciousness) কার্যক্রম হ্রাস করার উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়াও আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে অসাবধানতাজনিত কারণে কোন উন্নয়ন উদ্যোগ যেন ঝুঁকি বাড়িয়ে না দেয়। আমরা এই প্রক্রিয়াকে খাপ খাওয়ানো বা অভিযোজন বলে থাকি। অভিযোজনকে সংজ্ঞায়িত করা হয় এভাবে-

'জলবায়ুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে মনিয়ে চলার জন্য যে সকল পন্থা যা প্রকৃতি ও মানুষের ক্ষতি কমায় অথবা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করে তাকে অভিযোজন বলে।'

মানবীয় ব্যবস্থায় অভিযোজন একটি প্রক্রিয়া যাতে বিভিন্ন পর্যায়ের ও বিভিন্ন খাতের বিপুল সংখ্যক স্টেকহোল্ডারের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। এতে জলবায়ু পরিবর্তনের বর্তমান ঝুঁকি, চাপ ও আঘাতের বিশ্লেষণ এবং জলবায়ুর ভবিষ্যৎ প্রভাবসম্পর্কিত মডেলভিত্তিক বিশ্লেষণ থাকা প্রয়োজন। অভিযোজনের জন্য ব্যক্তি, পরিবার এবং জনগোষ্ঠী পর্যায়ের বিদ্যমান বিপদাপন্নতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এ সকল তথ্যের উপর ভিত্তি করে অভিযোজন কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

অধিবেশন ঃ ৪

শিরোনাম ঃ সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন ও যৌথ পাহারা, কমিউনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/সদস্যা নির্ধারণ পদ্ধতি, কমিউনিটি পেট্রোলিং এর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা ও কম্যুনিটি পেট্রোলিং সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ❖ বন সংরক্ষনের গুর"ত্ব ও নিসর্গ নেটওয়ার্ক বর্ণনা করতে পারবেন;
- ❖ নিসর্গ নেটওয়ার্কের মূলনীতি ও এর মাধমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সুফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন ও যৌথ পাহারা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ❖ কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/সদস্যা নির্ধারণ পদ্ধতি বুঝতে পারবেন; এবং
- ❖ কম্যুনিটি পেট্রোলিং এর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সমূহ জানতে পারবেন।

সময় ঃ ১ ঘন্টা।

পদ্ধতি ঃ অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, হ্যান্ডনোট পাঠ, প্রশ্ন-উত্তর ও বক্তৃতা ।

উপকরণ ঃ বোর্ড, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া/পোস্টার পেপার/ফ্লিপ চার্ট এবং হ্যান্ডনোট।

প্রক্রিয়া ঃ

- ❖ অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে জানতে চান তারা কিভাবে বন পাহারার কাজ পরিচালনা করেন।
- ❖ তাদের আলোচনাকে সমন্বয় সাধন কর"ন এবং নিম্নে বর্ণিত বিষয়টি তুলে ধর"ন।

সহ-ব্যবস্থাপনা ও কম্যুনিটি পেট্রোলিং ঃ

- ❖ পূর্বের অধিবেশনের উদ্ধৃতি দিয়ে সহ-ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আলোচনা কর"ন। আমাদের দেশ নদী-নালা, খাল-বিল, বনভূমিসহ সবুজ বনানীর দেশ। এ বক্তব্যটা কি বর্তমানে সঠিক মনে হয়? অংশগ্রহণকারীদের আলোচনার সুবিধার্তে বর্তমান কালের আলোকে নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওড় ভরাটকরণসহ বনভুমি উজাড়করণের সুনির্দ্দিষ্ট তথ্য দিন। অতঃপর প্রশিক্ষক সহ-ব্যবস্থাপনা ও কম্যুনিটি পেট্রোলিং তথা ভূমিকার উপর পোস্টার পেপার/ফ্লিপ চার্ট প্রদর্শন ও আলোচনা কর"ন।

  - মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ বাংলাদেশ। জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ অরণ্য ছিলো আমাদের ঐতিহ্য। ধীরে ধীরে এই ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে। গভীর অরণ্য, বিভিন্ন প্রজাতির পশু ও পাখী যা ছিলো আমাদের গর্ব, তা আজ বিলুপ্তির পথে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দারিদ্র ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল জীবিকা আমাদের দেশকে ক্রমশঃ বৃক্ষশূন্য করছে; হারিয়ে যাচ্ছে জীববৈচিত্র্য।
  - বাংলাদেশে মোট বনভূমির আয়তন ২.৫৩ মিলিয়ন হেক্টর যা দেশের মোট আয়তনের শতকরা ১৭.১ ভাগ। তন্মধ্যে বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনের পরিমাণ ১.৫৩ মিলিয়ন হেক্টর যা দেশের মোট

আয়তনের শতকরা ১০.৩৬ ভাগ। ১৯৪৭ সালের পরবর্তী সময়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ব্যাপক নগরায়ন শুর" হয়। শিল্পায়নও গতি পায় ক্রমাগত ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ সংকুচিত হতে থাকে। খাদ্য উৎপাদন, আবাসন তৈরী সহ অন্যান্য কাজে বনভূমি ব্যবহারের ফলে বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমান দাড়িয়েছে ৯.৮%। তন্মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী বন অন্যতম। সীমিত সংখ্যক সরকারী জনবল দিয়ে বন রক্ষা আর সম্ভব নয়। এই বিশ্বাস ক্রমাগতভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তাই স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্য্যক্রম শুর" করা হয়েছে।

- এই কার্য্যক্রমে বনের উপর নির্ভরশীল জনগণের মধ্যে থেকে বন রক্ষাকারী দল গঠন করা হয়েছে। এই দল বন বিভাগের সাথে বন রক্ষায় সশরীরে পাহারা দিবে যা সামাজিক/যৌথ পাহারা (Community Patrolling) নামে অভিহিত। সাম্প্রতিককালে এ ব্যবস্থায় উলে- খযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে, এই কাজে অংশ গ্রহণ করে আত্মোৎসর্গ করেছে কক্সবাজার ও কাপ্তাইয়ের ২ জন সদস্য। বাংলাদেশের বন রক্ষায় এই আত্মোৎসর্গ অভূতপূর্ব এবং যুগান্ড়কারী দৃষ্টান্ড় স্থাপন করেছে।

- প্রাকৃতিক বন ও জলাভূমির সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে সমন্বিত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান কল্পে ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) এর অর্থায়নে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর অধীন বন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে কার্য্যক্রম বাস্ড়বায়ন করছে। এর সাথে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এ কার্য্যক্রমকে সহায়তা করছে। প্রাথমিকভাবে ৩৬টি রক্ষিত এলাকার আওতায় ১,৫১,২৮৭ হেক্টর বন ও জলাভূমির আর্থ-সামাজিকভাবে অনগ্রসর মানুষকে সাথে নিয়ে এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন ও যৌথ পাহারা ঃ

❖ প্রশ্ন কর"ন, তাহলে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন ও যৌথ পাহারা কি? অংশগ্রহনকারীদের দু' একটা মাতামত শোনার পর নিম্নরূপে ব্যাখ্যা দিন।

- রক্ষিত বনাঞ্চলের ভিতরের এবং আশেপাশে বসবাসকারী জনগণ জীবিকা নির্বাহের জন্য সাধারণত স্থানীয় বন ও বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল। ক্রেল প্রকল্প রক্ষিত বনাঞ্চলের উপর এই নির্ভরশীলতা হ্রাস করার জন্য অন্যান্য উদ্যোগের সাথে সাথে সহ-ব্যবস্থাপনা মডেল, বিকল্প আয়বর্দ্ধক কর্মসূচী এবং জনসচেতনতামূলক কর্মসূচী বাস্ড়বায়ন করছে। উলে- খ্য যে, এ সকল কর্মসূচীর সফলতা সময়সাপেক্ষ। সহসাই বৃক্ষ নিধন বন্ধ না হলে বনাঞ্চলের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাও উজাড় হয়ে যাবে। তাই বনের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর নির্ভশীলতার প্রকৃতি ও চাহিদা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এ জন্য রক্ষিত এলাকার আশেপাশের সকল স্ড়রের জনগণকে সম্পৃক্ত করে বনজ সম্পদ রক্ষার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে সময়োপযোগী ও কার্যকরী পন্থা নিরূপণের জন্য বন বিভাগ স্থানীয় জনগণের সাথে নিয়মিত আলোচনার মাধ্যমে যৌথভাবে রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। বন বিভাগ ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর (স্টেকহোল্ডারদের) মধ্যকার নিয়মিত আলোচনার ফোরামকেই সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল বা পরিষদ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এই পরিষদ সর্বাধিক ৬৫জন সদস্য নিয়ে হবে।

- আশা করা যায় যে, স্থানীয় বন বিভাগ ও সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের উদ্যোগে বন বিভাগ এবং স্থানীয় উপযুক্ত স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে যৌথ পেট্রোলিং দল গঠন করে পালাক্রমে বন রক্ষার কাজে নিয়োজিত করা হলে রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং সংশি- ষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তার উদ্যোগে কম্যুনিটি পেট্রোলিং সদস্য মনোনীত হবে এবং সংশি- ষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা যৌথ পাহারার বিষয় সমন্বয় করবে।

- কম্যুনিটি পেট্রোলিং দল গঠনে পীপলস ফোরাম (গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম এর প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত) সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। যে সব এলাকায় পেট্রোলিং দল গঠন করা হবে তার পাশে অবস্থিত বিভিন্ন গ্রামের পীপলস ফোরাম এর সদস্যদের সাথে আলোচনাপূর্বক, তাদের সম্মতি সাপেক্ষে পেট্রোলিং দল এর সদস্য নির্বাচন করা হবে।

- কম্যুনিটি পেট্রোলিং হচ্ছে বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত বন বিভাগ ও স্থানীয় জনগণের সংগঠিত কার্য্যক্রম। রক্ষিত এলাকার ভিতর ও আশেপাশের জনগণ হতে বাছাইকৃত পীপলস ফোরাম (People's Forum) এর সদস্য দ্বারা এই সংঘবদ্ধ দল গঠিত হয়। তারা বন বিভাগ ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে যৌথভাবে এই প্রক্রিয়ায় জড়িত।

কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/সদস্যা নির্ধারণ পদ্ধতি ঃ

নিম্নরূপে কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/সদস্যা নির্ধারণ পদ্ধতি আলোচনা কর"ন।

❖ পীপলস ফোরাম এর অংশ গ্রহণে নিম্নলিখিত মাপকাঠির ভিত্তিতে কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্যের নাম প্রস্ড়াবিত হবে ঃ

- পীপলস ফোরাম (গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম এর প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত) এর সদস্য
- যাদের বয়স ১৮ থেকে ৫০ বছরেরর মধ্যে
- যাদের আয়/রোজগার বনের উপর নির্ভরশীল
- নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প সংগঠিত বন ব্যবহারকারী দলের (Forest User Group) সদস্য
- ফরেস্ট ভিলেজার
- সিএমসি প্রাথমিকভাবে প্রস্তুতকৃত সদস্যদের তালিকা করে যৌথ সভায় উপস্থাপন করবে
- বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এবং সিএমসি এর যৌথ সিদ্ধান্ড়ে যৌথ পাহারা দল (Community Patrol Group) এর সদস্য মনোনীত হবে।

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বিভাগীয় বন কর্মকর্তার যৌথ সিদ্ধান্ড়ের মাধ্যমে পেট্রোলিং দলের সদস্য মনোনয়ন চূড়ান্ড় হওয়ার পর তাদের তালিকা ও এক কপি করে পাসপোর্ট সাইজের ছবি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি, রেঞ্জ অফিস ও বিট অফিস এ সংরক্ষণ করতে হবে।

কম্যুনিটি পেট্রোলিং এর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

- ❖ কম্যুনিটি পেট্রোলিং এর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহের বিষয়টি আলোচনা করুন ও উপকরণের ব্যবহারের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করুন।

পেট্রোলিং উপকরণসমূহঃ

- ▪ কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্যগণকে ইউনিফর্ম, জাঙ্গল বুট, হুইসেল/বাঁশী, রিচার্জএ্যাবল তিন ব্যাটারীর টর্চ লাইট, রেইনকোট/ছাতা, বাঁশের লাঠি ইত্যাদি প্রদান করা।

এরপর সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের কাঠামো ও বিন্যাস বিষয়ক প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত (২৩/১১/২০০৯) বিষয়সমূহ নিয়ে একটি সাধারণ আলোচনা করুন যাতে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের ধারণা পায়।

একই তারিখ ও নম্বরের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া গণ্য হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-পবম/পরিশা-৪/নিসর্গ/১০৫/স্টিং/২০০৬/৩৯৮ তারিখ ঃ ২৩/১১/২০০৯ খ্রিঃ।

-ঃ প্রজ্ঞাপন ঃ-

বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচন এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে বন বিভাগ সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে রক্ষিত বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বন বিভাগ ও অন্যান্য সংস্থার এ জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ভূভাগ ও জলভাগের রক্ষিত এলাকা সমূহ যৌথভাবে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনার আওতাধীন হবে এবং উল্লিখিত রক্ষিত এলাকা সমূহের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনায় উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হবে। স্থানীয় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রক্ষিত এলাকাসমূহের উৎপাদন/পণ্য ও সেবা ভোগের সুযোগ সৃষ্টি ও সুষম বন্টনের ব্যবস্থা থাকায় উল্লিখিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং প্রতিবেশ ব্যবস্থা (**Eco System**) টেকসই হবে। রক্ষিত ও তৎসংলগ্ন এলাকার (Landscape) অর্ন্তভূক্ত স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের উন্নয়নে অংশীদারিত্ব সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে উৎপাদন/পণ্য ও সেবা বন্টন স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতামূলক ও সুশাসনের ভিত্তিতে হওয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে রক্ষিত এলাকা ও আশেপাশের মূল স্টেকহোল্ডারদের (Stakeholders) পূর্ণ ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার্থে নিম্নোক্তভাবে সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হলো।

২.০ সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (Co-management Council)

মাননীয় সংসদ সদস্য - উপদেষ্টা
উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান - উপদেষ্টা
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা - উপদেষ্টা

(ক)	সুশীল সমাজ :		
	স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, চিকিৎসক, সমাজকর্মী		
	সাংবাদিক, ধর্মীয় নেতা ও মুক্তিযোদ্ধা (সর্বোচ্চ)	৫ জন	
(খ)	স্থানীয় সরকার প্রশাসন ও সরকার ঃ		
	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউ.এন.ও)	১ জন	
	সহকারী বন সংরক্ষক	১ জন	
	সংশ্লিষ্ট ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার	১ জন	
	সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকার বিট অফিসার/		
	স্টেশন অফিসার (সর্বোচ্চ)	৫ জন	
	পুলিশ বিভাগের প্রতিনিধি	১ জন	
	পার্শ্ববর্তী ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার	১ জন	
	বি.জি.বি/কোস্টগার্ড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	১ জন	
	রক্ষিত এলাকা ও তৎসংলগ্ন এলাকার		
	ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ)	৫ জন	
	(ন্যূনতম দুই জন মহিলা এবং এক জন পুরুষ সদস্যসহ)		
(গ)	স্থানীয় জনগোষ্ঠী		
	বনজ সম্পদ ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ)	৪ জন	
	স্থানীয় নৃত্বাত্তিক জনগোষ্টীর প্রতিনিধি	৩ জন	
	বন সংরক্ষণ ক্লাবের প্রতিনিধি	৫ জন	
	কমিউনিটি পেট্রোল গ্রুপের প্রতিনিধি		৫ জন
	পিপলস্ ফোরাম/সম্পদ ব্যবহারকারী ফেডারেশন প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ)		২২ জন

রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপের স্থানীয় গ্রাম সমূহের সম্পদ ব্যবহারকারী প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে পিপলস্ ফোরাম গঠিত হবে। গ্রামের অধিবাসীগণ পিপলস্ ফোরামের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। এ ক্ষেত্রে পিপলস্ ফোরামের ৩৩% সদস্য হতে হবে মহিলা ।

(ঘ)	অন্যান্য সরকারি সংস্থার প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ)	৫ জন

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
- মৎস্য অধিদপ্তর
- পরিবেশ অধিদপ্তর
- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
- সমাজ সেবা অধিদপ্তর

২.১ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং রক্ষিত এলাকার দায়িত্ব প্রাপ্ত রেঞ্জ কর্মকর্তা সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের যথাক্রমে সভাপতি এবং সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল বছরে কমপক্ষে দুইবার সভায় মিলিত হবে।সদস্য সচিব সভা আহবান করবেন।

প্রয়োজনে সদস্য সচিব ৭ দিনের নোটিসে সভা আহবান করতে পারবেন। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে সর্বোচ্চ ৬৫ জন সদস্য থাকবে । তন্মধ্যে ন্যুনতম ১৫জন মহিলা সদস্য থাকবেন। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল চার বছরের জন্য নির্বাচিত হবে । প্রতি চার বছরে নির্বাচনের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় নতুন কাউন্সিল গঠিত হবে। তবে সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ পদাধিকার বলে কমিটির সদস্য থাকবেন।

২.২ সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের (Co-management Council) কার্যপরিধি ঃ

ক. স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন এবং সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দকে রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং কার্যক্রম তত্ত্বাবধানে সম্পৃক্তকরণ নিশ্চিত করা;

খ. রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা;

গ. রক্ষিত ও তার আশপাশের এলাকার জন্য গৃহীত কার্যক্রম মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা;

ঘ. সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা;

ঙ. রক্ষিত এলাকা হতে উৎপাদিত এবং প্রাপ্ত পণ্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট এলাকা ব্যবস্থাপনায় জড়িত অংশীদারদের মধ্যে বিতরণের জন্য নীতিনির্ধারণ ও পরামর্শ প্রদান করা;

চ. সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মধ্যে কিংবা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোন দ্বন্ধ বা বিবাদ দেখা দিলে তা নিরসনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা;

ছ. সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয় ও ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা নিশ্চিত করা;

জ. বার্ষিক সাধারণ সভাসহ কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠান করা ।

৩.০ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (Co-management Committee)ঃ

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা	উপদেষ্টা (পদাধিকারবলে)
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউ.এন.ও)	উপদেষ্টা (পদাধিকারবলে)
সদস্যঃ	
সহকারী বন সংরক্ষক	১ জন (পদাধিকারবলে)
সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা (সদস্য-সচিব)	১ জন (পদাধিকারবলে)
স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি	
(একজন অবশ্যই মহিলা হবেন)	২ জন
সুশীল সমাজের প্রতিনিধি	২ জন
পিপলস্ ফোরামের প্রতিনিধি	৬ জন
বন সংরক্ষণ ক্লাবের প্রতিনিধি	২ জন
বনজ সম্পদ ব্যবহারকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি	১ জন
নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠী প্রতিনিধি	২ জন
পেট্রোলিং গ্রুপের প্রতিনিধি	৩ জন
আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী	
(পুলিশ, বি.জি.বি, কোস্ট গার্ড)	২ জন
সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি	১ জন
সংশ্লিষ্ট রক্ষিত এলাকার বিট অফিসার / স্টেশন অফিসার-সর্বোচ্চ	৫ জন
পার্শ্ববর্তী রেঞ্জ অফিসারগণ -	১ জন

সদস্যদের মধ্যে ন্যুনতম ৫ জন মহিলা সদস্য থাকবে।

৩.১ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সংশ্লিষ্ট গ্রুপসমূহ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে ।
পদাধিকারবলে মনোনীত সদস্যগণ ছাড়া সকল সদস্যই ২ বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হবেন ।
কোন ব্যক্তিই একাধিক্রমে দুইবারের বেশী মেয়াদের জন্য কমিটির সদস্য হতে পারবেন না।
সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি এবং একজন কোষাধ্যক্ষ তাদের মধ্য হতে নির্বাচিত করবেন।
কমিটির হিসাবাদি সদস্য-সচিব এবং কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও সদস্য-সচিব প্রতি তিন মাস অন্তর সভায় মিলিত হয়ে কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন।

৩.১.০ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির একটি নিজস্ব অফিস থাকবে যা যথাসম্ভব বন অফিসের কাছাকাছি স্থাপিত হতে হবে। এ লক্ষ্যে একজন পূর্ণকালীন হিসাব রক্ষক-কাম-প্রশাসনিক কর্মকর্তা থাকবে। উক্ত কর্মকর্তা কমিটির আর্থিক ও অন্যান্য রেকর্ডাদি সংরক্ষণ করবে। উপদেষ্টাগণের দিক-নির্দেশনামতে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন প্রতি বছর অডিট করাতে হবে। হিসাব রক্ষক-কাম-প্রশাসনিক কর্মকর্তা তার কার্যাবলীর জন্য সদস্য-সচিবের নিকট দায়ী থাকবে। তার বেতনাদি কমিটির নিজস্ব তহবিল হতে বহন করা হবে। সভাপতি কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সদস্য-সচিব সভা আহবান করবেন এবং সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।

৩.১.১ হিসাব রক্ষক - কাম-প্রশাসনিক কর্মকর্তা সহ অন্যান্য নিয়োগের নিয়োগবিধি ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলাবিধি সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

৩.১.২ কমিটির সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ২৯ জন হবে।

৩.১.৩ কমিটির সদস্যগণ মাসে ন্যূনতম ১ (এক) বার সভায় মিলিত হবেন। সদস্যদের শতকরা ৫০ ভাগ উপস্থিতি সভার কোরাম হিসাবে গণ্য করা হবে।

৩.২ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি ঃ

ক. রক্ষিত এলাকার দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা ;

খ. রক্ষিত এলাকার বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং পরিকল্পিত ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল Mobilization এর ব্যবস্থা করা ;

গ. রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুসারে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠী হতে শ্রমিক নিয়োগ ও তাদের কাজ তত্ত্বাবধান করা;

ঘ. সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় চুক্তির মাধ্যমে কোন কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তা স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলকভাবে সম্পাদন নিশ্চিত করা;

ঙ. রক্ষিত এলাকা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় (Landscape) বন বিভাগের কার্যাদি পরিচালনায় পিপলস্ ফোরামের সহোযোগিতায় রক্ষিত এলাকার সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠী হতে শ্রমিক নিয়োগ করে তা বাস্তবায়ন করা;

চ. রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনার আওতায় রাজস্ব আহরণ ও অর্থায়ন ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;

ছ. রক্ষিত এলাকায় বন বিভাগ সহ স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সহ-ব্যবস্থাপনার উদ্যোগকে কার্যকর করার লক্ষ্যে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় সংরক্ষণ ও সম্পদ রক্ষায় নিয়োজিতদের মধ্যে পণ্য, সেবা ও সুফল যৌক্তিকভাবে বণ্টন এবং টেকসই ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

জ. ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য এবং রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ভুমি জোনিং (Zoning) কার্যক্রম এবং হেবিটেট (Habitat) পূনরুদ্ধার পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে রক্ষিত এলাকা ও ল্যান্ডস্কেপ জোনে যথাযথ বিবেচনান্তে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা;

ঝ. রক্ষিত এলাকার সম্পদ সংরক্ষণে বন বিভাগের সাথে পরামর্শক্রমে পিপলস্ ফোরামের সমর্থনমূলে পেট্রোলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

ঞ. রক্ষিত এলাকা কার্যক্রম সম্প্রসারিত ও টেকসই করার নিমিত্তে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ ও তা রক্ষিত এলাকায় ব্যবহার এবং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত সুফল স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে যুক্তিসংগত ভাবে বণ্টন নিশ্চিত করা;

ট. সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে ও স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে দ্বন্ধ দেখা দিলে তা নিরসনে উদ্দোগী ভূমিকা গ্রহণ করা ;

ঠ. সরকার অনুমোদিত নির্দেশিকা মতে এন্ট্রি ফি বাবদ প্রাপ্ত রাজস্ব স্থানীয় কমিউনিটির উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে যথার্থভাবে ব্যয় নিশ্চিত করা;

ড. সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের প্রতিটি সভায় উপস্থাপন করা;

ঢ. পিপলস ফোরামের সহযোগিতাক্রমে ছাত্রদের ডরমিটরি, দর্শকদের সুবিধাদিসহ কমিউনিটির সম্পত্তি যথাযথ ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রহণ করা;

ণ. বাফার জোনে (Buffer Zone) বাগান সৃজন ও সৃজিত বনের সুফল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিধি ও পদ্ধতি মতে বন্টন, মনিটরিং ও তত্ত্বাবধান করা;

ত. রক্ষিত এলাকার বা কোর এলাকার বিদ্যমান বনাঞ্চল সংরক্ষণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা;

থ. বাফার জোনে (Buffer Zone) বাগান সৃজনে অংশীদার নির্বাচনে প্রাথমিক ভূমিকা পালন করা;

দ. এ কমিটি সকল কার্যক্রমের জন্য পিপলস্ ফোরাম এবং সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের নিকট দায়ী থাকবে।

৪. এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

৪.১ নিসর্গ সহায়তা প্রকল্পের সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এবং সহ - ব্যবস্থাপনা কমিটি সংক্রান্ত অত্র মন্ত্রণালয়ের ১৫ মে ২০০৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং- পবম/পরিশা-৪/নিসর্গ -৬৪/অংশ-৪/১১২ এতদ্বারা রহিত করা হলো। তবে এ রহিতকরণ সত্ত্বেও ঐ বিজ্ঞপ্তি বলে গৃহীত চলমান কার্যক্রম অত্র বিজ্ঞপ্তি অনুসারে অব্যাহত রয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত

(জয়নাল আবেদীন তালুকদার)
যুগ্মসচিব (উন্নয়ন)।

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

নং-পবম/পরিশা-৪/নিসর্গ/১০৫/স্টিং/২০০৬/৩৯৮ তারিখ ঃ
২৩/১১/২০০৯ খ্রিঃ।

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সচিব, স্থানীয় সরকার ও পলী উন্নয়ন সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সচিব, ধর্ম মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৪। মহা-পরিচালক, এনজিও বিষয়ক বুর‌্যো, মৎস্য ভবন, ১০তম তলা, রমনা, ঢাকা।
১৫। প্রকল্প পরিচালক, সমাপ্তকৃত নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প, বন অধিদপ্তর, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৬। জেলা প্রশাসক, (সকল)।

অধিবেশন ঃ ৫

শিরোনাম ঃ কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের গঠন প্রক্রিয় ও দায় দায়িত্ব

উদ্দেশ্য ঃ অংশগ্রহণকারীগণ কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের গঠন প্রক্রিয়া ও দায় দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।

সময় ঃ ৩০ মিনিট ।

পদ্ধতি ঃ অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, পোস্টার/মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপন, প্রশ্ন-উত্তর ও বক্তৃতা ।

উপকরণ ঃ বোর্ড, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া/পোস্টার পেপার/ফ্লিপ চার্ট এবং হ্যান্ডনোট।

প্রক্রিয়া ঃ

নিম্নবর্ণিত কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের গঠন প্রক্রিয়া ও দায় দায়িত্ব আলোচনা কর"ন।

❖ কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের গঠন প্রক্রিয়া ও দায় দায়িত্ব ঃ

১. স্থানীয় অবস্থার উপর ভিত্তি করে কম্যুনিটি পেট্রোল দলের সদস্য সংখ্যা ভিন্ন হতে পারে। এই সংখ্যা প্রতিটি বিটের আয়তনের উপর নির্ভর করবে। যেমন, ৪২ সদস্যের একটি দলকে ৬ জন করে ৭টি ছোট দলে ভাগ করে দেয়া যার ৩ জন দিনে ও বাকী ৩ জন রাতে টহল দিবে। আরেকটি উদাহরণস্বরূপ, ২০-৩০ জন সদস্য পালাক্রমে টহল দিবে।
২. টহল এলাকার নামানুসারে প্রতিটি দলের একটি নাম থাকবে।
৩. সংশি-ষ্ট ক্যাম্প বা বিট অফিসারের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে প্রতিটি পেট্রোলিং দলের জন্য টহল এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারপার্সন এবং সদস্য সচিব সুনির্দিষ্ট করে দিবেন, যা পেট্রোলিং রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ থাকবে।
৪. সংশি-ষ্ট বিট অফিসার/ক্যাম্প অফিসার/এলাকার কাউন্সিল সদস্য পেট্রোলিং দলের সদস্যগণের দৈনন্দিন টহল তদারকি করবেন, রেজিষ্টার খাতায় টহল শুর" ও শেষ হওয়ার সময় এবং হাজিরা যাচাই করবেন যা সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভায় প্রত্যয়িত হবে।
৫. প্রতিদিন কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের সাথে ফরেস্ট গার্ড অবশ্যই টহলে অংশগ্রহণ করবেন। যা সদস্য সচিব নিশ্চিত করবেন এবং সাপ্তাহিকভাবে সুনির্দিষ্ট রোস্টার/সিডিউল অনুযায়ী বাস্ড়বায়িত হবে। বিশেষভাবে উলে-খ্য যে টহল দলের কোন সদস্য কখনো একাকী টহলে যাবে না।
৬. মাসে কমপক্ষে দুইবার পেট্রোল দলের সকল সদস্য সংশি-ষ্ট বিট অফিসার/ক্যাম্প অফিসারের নেতৃত্বে সংশি-ষ্ট সমগ্র এলাকা টহল দেবে।
৭. টহল দলের সদস্যগণ টহল এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করবে এবং তা সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট উপস্থাপন করবে।
৮. পেট্রোলিং দলের সকল সদস্য বন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর, এমন ধরনের কাজ থেকে নিজেরা বিরত থাকবে এবং অন্যদের বিরত রাখতে সচেষ্ট হবে মর্মে একটি অংগীকারনামা প্রদান করবে।
৯. টহলকালীন সময়ে পেট্রোলিং দল এর সদস্যগণ অবশ্যই নির্ধারিত পোষাক পরিধান করবে।

১০. পেট্রোলিং দল তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকার বন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর সকল ধরনের কার্যকলাপ প্রতিরোধ করবে। যেমন ঃ অবৈধ গাছ কাটা, মাটি কাটা, পাহাড় কাটা, শিকার করা, ফাঁদ পাতা, বনভূমির জবর দখল, লাকড়ী সংগ্রহ, ছন কাটা, বাড়ি-ঘর নির্মাণ, বনে আগুন দেয়া, বনজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ অবৈধভাবে আহরণ করা ইত্যাদি।

১১. দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকা দিয়ে বনজ সম্পদ পাচার বা চোরাচালান সম্পর্কে কোন সদস্য জানতে পারলে তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ বন বিভাগের অফিস/নিকটতস্থ কাউন্সিল সদস্যকে জানাবে এবং তা আটকে সহায়তা করবে।

১২. দায়িত্বরত সময় ব্যতীত অন্য সময়ে কোন ধরণের অবৈধ বনজ সম্পদ পাচার বা বিনষ্টের সংবাদ পেলে সাথে সাথে তা পেট্রোলিং দলের অন্যান্য সদস্যদের এবং স্থানীয় বন বিভাগের কর্মীদের অবহিত করবে, তা উদ্ধারে কাঙ্খিত সহযোগিতা করবে এবং নিকটবর্তী অফিসে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবে।

১৩. অবৈধভাবে আহরিত বনজ সম্পদ আটক করলে তার বন আইন মোতাবেক জব্দ তালিকা তৈরী করবে ও নিকটস্থ ক্যাম্প/বিট অফিসে বুঝিয়ে দেবে ও তালিকায় দ্রব্য গ্রহণকারীর ও প্রদানকারীর নাম, তারিখ, সময় ও স্থান উলে- খ পূর্বক স্বাক্ষর প্রদান করবে।

১৪. সহ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় বনজদ্রব্য পাচার ও উদ্ধার সম্পর্কে বিশে- ষণ করা হবে।

১৫. বর্তমানে রক্ষিত এলাকায় যে সকল অবৈধ স্থাপনা আছে তা উচ্ছেদ কাজে বন বিভাগ এবং সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করবে।

১৬. রক্ষিত এলাকা থেকে অবৈধভাবে বনজসম্পদ আহরণ/পাচারের জন্য তৈরী রাস্ড়া, পথ ইত্যাদি বন্ধ করার ব্যাপারে বন বিভাগকে সহায়তা করবে।

১৭. পেট্রোলিং দলের সকল সদস্য তাদের নিজ নিজ পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, বাজার, চায়ের দোকান বা অন্যান্য স্থানে বন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করবে।

১৮. কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের কোন সদস্য যদি বন সম্পর্কিত অপরাধ বা ব্যক্তি স্বার্থ সংক্রান্ড় দ্বন্দ্বে জড়িত হয় বা অকর্তব্যপরায়ণ হিসেবে পরিগণিত হয় তাহলে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভায় আলোচনার মাধ্যমে তাকে পেট্রোলিং দল থেকে বাদ দেয়া যাবে।

১৯. কম্যুনিটি পেট্রোলিং দল এককভাবে কোন এলাকায় টহলে যাবে না। তাই এ টহলের নাম যৌথ টহল বা Joint Patrolling নামে অভিহিত হবে।

২০. বন আইন ১৯২৭ এর আওতায় এবং ২০১০ (প্রস্ড়াবিত) এর বিধানমতে বনজদ্রব্য ও বন্যপ্রাণীর জব্দ তালিকা ও ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

অধিবেশন ঃ ৬

শিরোনাম ঃ কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের জন্য সুবিধাদি, সাপ্তাহিক টহল পরিকল্পনা ও টহল পদ্ধতি, দায়বদ্ধতা, কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/সদস্যাদের ঝুঁকি ও নিরাপত্তা, মূল্যায়ন এবং পরিবীক্ষণ, কম্যুনিটি টহল দলের প্রতিবেদন ছক, অঙ্গীকারনামা, কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/সদস্যাদের নাম ও স্বাক্ষর

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- ❖ কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের জন্য সুবিধাদি জানতে পারবেন।
- ❖ সাপ্তাহিক টহল পরিকল্পনা ও টহল পদ্ধতি তৈরী করতে পারবেন।
- ❖ দায়বদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ❖ কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/সদস্যাদের ঝুঁকি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ❖ মূল্যায়ন এবং পরিবীক্ষণ বুঝতে পারবেন।
- ❖ কম্যুনিটি টহল দলের প্রতিবেদন ছক তৈরী করতে পারবেন।
- ❖ অঙ্গীকারনামা জানতে পারবেন।
- ❖ কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/সদস্যাদের নাম ও স্বাক্ষরের ছক সম্পর্কে অবহিত হবেন।

সময় ঃ ১ ঘন্টা ।

পদ্ধতি ঃ অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, পোস্টার/মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপন, প্রশ্ন-উত্তর ও বক্তৃতা এবং টহল পদ্ধতি অভিনয়।

উপকরণ ঃ বোর্ড, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া/পোস্টার পেপার/ফ্লিপ চার্ট এবং হ্যান্ডনোট।

প্রক্রিয়া ঃ

- ❖ অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান আরো কিভাবে ও কি কি সুবিধাদি পেয়ে থাকেন।
- ❖ এরপর নিম্নেবর্ণিত সুবিধাদির বিষয়টি তুলে ধরুন।

কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের জন্য সুবিধাদি ঃ

- ❖ কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের জন্য সুবিধাদি সম্পর্কে বলুন এবং নিম্নের হ্যান্ডনোটের উপর আলোচনা করুন ।

  - মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ বাংলাদেশ। জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ অরণ্য ছিলো আমাদের ঐতিহ্য। কম্যুনিটি পেট্রোলিং এ অংশগ্রহণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কাজ। প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব তার নিজ

সম্পদ রক্ষা করা এবং রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা। সরকার প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় বন বিভাগের সাথে যৌথভাবে কাজ করার জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে দায়িত্ব প্রদান করেছে। এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মধ্য দিয়ে স্থানীয় সম্পদের রক্ষা হবে এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষিত হবে। সমৃদ্ধ হবে দেশ, লাভবান হবে স্থানীয় জনগণ। সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি সিদ্ধান্ড় নিবেন কি ধরনের সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে। তবে, সাধারণভাবে নিম্নলিখিত সুবিধাসমূহ পাবেন-

১. বিকল্প আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড গ্রহণের জন্য দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণে অগ্রাধিকার।
২. বিকল্প আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড গ্রহণের জন্য (ইকো-ট্যুরিজমসহ) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অংশগ্রহণভিত্তিক সহায়তা প্রদান।
৩. সামাজিক বনায়নের উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার।
৪. দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় দুস্কৃতিকারীদের দ্বারা আক্রান্ড় হলে বা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হলে বা কোন বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ড় হলে/মৃত্যুবরণ করলে তার চিকিৎসা ব্যয় বহন/পরিবারকে সহায়তা।
৫. পেট্রোলিং এর সাথে সম্পর্কিত আইন-কানুন এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এর প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
৬. বন বিভাগ ও সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন কর্তৃক গৃহীত রক্ষিত এলাকায় বন বিভাগের সাথে সংশি- ষ্ট সকল কাজে (গাছ মার্কিং, বনায়ন প্রভৃতি) শ্রমিক হিসাবে পেট্রোলিং দলের সদস্যদের নিযুক্ত করা/অগ্রাধিকার।

এরপর সাপ্তাহিক টহল পরিকল্পনা ও টহল পদ্ধতির সূত্রপাত কর"ন এবং নিম্নের বিষয়টি নিয়ে উপস্থাপনা ও আলোচনা কর"ন।

সাপ্তাহিক টহল পরিকল্পনা ও টহল পদ্ধতি ঃ

❖ প্রতিটি টহল দলের সাপ্তাহিকভাবে একটি সুনির্দিষ্ট রোস্টার বা সিডিউল থাকবে এবং সে অনুযায়ী টহল পরিকল্পনা বাস্ড়বায়িত হবে। প্রতিদিন কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের সাথে ফরেস্ট গার্ড অবশ্যই টহলে অংশগ্রহণ করবেন। একটি রেজিষ্টার খাতায় টহল শুর" ও শেষ হওয়ার সময় উলে- খপূর্বক হাজিরা দিবেন টহল দলের সকল সদস্য। সংশি- ষ্ট ক্যাম্প বা বিট কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ অনুযায়ী যৌথ টহল দলের জন্য টহল এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারপার্সন এবং সদস্য সচিব সুনির্দিষ্ট করে দিবেন, যা পেট্রোলিং রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ থাকবে।

দায়বদ্ধতা ঃ

❖ জিজ্ঞাসা কর"ন, কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের দাবয়বদ্ধতা বলতে কি বুঝেন? কয়েকটি উত্তর শোনার পর দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত ফ্লিপ চার্ট প্রদর্শন কর"ন। যা নিম্নরূপ-

- কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্যরা তাদের টহল সংক্রান্ড় যাবতীয় কর্মকান্ডের জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারপার্সন এবং সদস্য সচিবের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে।

কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/সদস্যাদের ঝুঁকি ও নিরাপত্তা ঃ

❖ শুর"তে অংশগ্রহণকারীদের থেকে জানতে চান কম্যুনিটি পেট্রোলিং এর সময় কি ধরনের ঝুঁকির সম্মুখিন হতে হয়? ঝুঁকি সমূহ মোকাবেলায় কি ধরনের পদক্ষেপ নেন? অতঃপর ফ্লিপ চার্ট/পোস্টার প্রদর্শন ও আলোচনা কর"ন।

- কম্যুনিটি টহল দল টহলকালীন মাঝে মধ্যে সংঘবদ্ধ গাছ পাচারকারীদের দ্বারা আক্রান্ড় হয়ে আহত/নিহত হচ্ছেন। সেই বিবেচনায় যৌথ টহলে যাওয়ার পূর্বে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবেঃ

১. প্রত্যেক সদস্যকে নির্দিষ্ট সময়ানুযায়ী যৌথ টহলে যেতে হবে।
২. যৌথ টহলকালীন প্রত্যেককে পোষাক পরিধান করতে হবে।
৩. যৌথ টহল দলে অবশ্যই বনকর্মী থাকতে হবে।
৪. বিট কর্মকর্তার পরামর্শ অনুযায়ী যৌথ টহলের স্থান নির্ধারিত হবে। কোন অবস্থাতেই অনুমতি ব্যতীত যৌথ টহলের স্থান পরিবর্তন করা যাবে না।
৫. অবৈধ বৃক্ষ নিধনের কোন ঘটনা জানার সাথে সাথে তা বিট কর্মকর্তা/রেঞ্জ কর্মকর্তা/সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিকে জানাতে হবে।

পাহারা দলের দায়িত্ব পালনের মূল্যায়ন ঃ

❖ এবার মুল্যায়ন এবং পরিবীক্ষণ নিয়ে আলোচনা কর"ন এবং বলুন-

- সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি সময়ে সময়ে কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং পরিবীক্ষণ করবেন।

কম্যুনিটি টহল দলের প্রতিবেদন ছক ঃ

বনের ভিতর কোন ঘটনা যেমন অবৈধ বৃক্ষ নিধন, বনে আগুন ধরলে কিংবা বন্যপ্রাণী হত্যা করলে ইত্যাদি দুর্ঘটনা হলে তার একটি প্রতিবেদন তৈরী করে সংশি- ষ্ট ফরেষ্ট অফিসে জমা দিতে হবে।

❖ কম্যুনিটি টহল দলের প্রতিবেদন ছক ফ্লিপ চার্টে প্রর্দশন কর ন ও ব্যাখ্যা কর ন-

তারিখ	টহল এলাকা	ঘটনার বিবরণ	ঘটনা কাকে অবহিত করা হয়েছিলো ও সময়	উলে- খযোগ্য পরিবর্তন/কার্যক্রম গ্রহণ

প্রদানকারীর স্বাক্ষর

সভাপতি

..... টহল দল

প্রত্যয়নকারীর স্বাক্ষর

ক্যাম্প/বিট অফিসার

..... ক্যাম্প/বিট

অঙ্গীকারনামা ঃ

পেট্রোল দলের সদস্যরা যখন নতুনভাবে দলে যোগদান করে তখন তাদের অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে কাজ শুরু হয়।

❖ এবার কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের অঙ্গীকারনামা নিয়ে আলোচনা করুন এবং বলুন-

- আমরা অঙ্গীকার করছি যে, আমরা কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্যরা সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারপার্সন এবং সদস্য সচিব কর্তৃক নির্দিষ্ট এলাকায় টহল দেব এবং গাছ রক্ষার ব্যাপারে সর্বদা সজাগ থাকবো। আমরা আরো অঙ্গীকার করছি যেঃ

১. আমরা বন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর, এমন সকল ধরনের কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকবো এবং অন্যদের বিরত রাখতে সচেষ্ট হবো।
২. আমাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকার বন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর সকল ধরনের কার্যকলাপ যেমনঃ অবৈধ গাছ কাটা, অবৈধ দখল, মাটি কাটা, পাহাড় কাটা, শিকার করা, ফাঁদ পাতা, লাকড়ী সংগ্রহ, ছন কাটা, বাড়ি-ঘর নির্মাণ, বনে আগুন দেয়া, বনজ সম্পদ অবৈধভাবে দখল করা, চারণ ভূমিতে পরিণত করা ইত্যাদি প্রতিরোধ করবো।
৩. দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকা দিয়ে অবৈধ বনজ সম্পদ পাচার বা চোরাচালান সম্পর্কে জানতে পারলে তা তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তী বন বিভাগের অফিসে জানাবো এবং তা আটকে সহায়তা করবে।
৪. দায়িত্বরত সময় ব্যতীত অন্য সময়ে কোন ধরনের অবৈধ বনজ সম্পদ পাচার বা বিনষ্টের সংবাদ পেলে, সাথে সাথে তা দলের অন্যান্য সদস্যদের এবং স্থানীয় বন বিভাগের কর্মীদের অবহিত করবো, তা উদ্ধারে কাঙ্খিত সহযোগিতা করবো এবং নিকটবর্তী অফিসে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবো
৫. বর্তমানে সংরক্ষিত এলাকায় যে সকল অবৈধ স্থাপনা আছে তা উচ্ছেদ কাজে বন বিভাগ এবং সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করবো।
৬. রক্ষিত এলাকা থেকে অবৈধভাবে বনজসম্পদ আহরণ/পাচারের জন্য তৈরী রাস্তা, পথ ইত্যাদি বন্ধ করার ব্যাপারে বন বিভাগকে সহায়তা করবো।
৭. নিজ নিজ পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, বাজার, চায়ের দোকান বা অন্যান্য স্থানে বন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করবো।
৮. আমরা হঠাৎ করে পাহারা তৎপরতা বন্ধ করতে পারবো না। পাহারা দিতে অপারগ হলে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির বরাবর লিখিত দরখাস্ত দিবো এবং তা কমিটি কর্তৃক গৃহীত হলে সমুদয় পাহারা উপকরণ ফেরত দিয়ে অব্যাহতি নিবো।
৯. যদি বন সম্পর্কিত অপরাধ বা ব্যক্তি স্বার্থ সংক্রান্ত দ্বন্দ্বে জড়িত হই অথবা অকর্তব্যপরায়ণ হিসেবে পরিগণিত হই তাহলে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি আমাকে পেট্রোলিং দল থেকে বাদ দেবেন এবং আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তা মানতে বাধ্য থাকবো।

স্বাক্ষর ছক ঃ

পেট্রোলিং দলের সদস্যরা প্রত্যহ দায়িত্ব পালনের পূর্বে নিম্নের স্বাক্ষরের ছক পূরণ করবেন ঃ

কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/সদস্যাদের নাম ও স্বাক্ষরের ছক ঃ

- ❖ অতঃপর কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/সদস্যাদের নাম ও স্বাক্ষর করার ছক নিয়ে আলোচনা কর"ন-

ক্রমিক নম্বর	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	স্বাক্ষর

অধিবেশন ঃ ৭

শিরোনাম ঃ বন্যপ্রাণী, বন, পরিবেশ ও ইট-পোড়ানো আইন

উদ্দেশ্য ঃ অংশগ্রহণকারীগণ সংক্ষিপ্তভাবে বন্যপ্রাণী, বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ আইন সম্পর্কে জানতে পারবেন।

সময় ঃ ৩০ মিনিট ।

পদ্ধতি ঃ ফ্লিপ চার্ট/পোস্টার/মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপন ও অংশগ্রহণমূলক আলোচনা এবং প্রশ্ন-উত্তর।

উপকরণ ঃ বোর্ড, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া/পোস্টার পেপার/ফ্লিপ চার্ট এবং হ্যান্ডনোট।

প্রক্রিয়া ঃ

বন্যপ্রাণী সংক্রান্ড় আইন ঃ

❖ অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে জানতে চান বন্যপ্রাণী বলতে আমরা কি বুঝি? অতঃপর বন্যপ্রাণী ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ড় নিম্নের অংশবিশেষ আইনের উপর আলোচনা কর"ন।

- **বন্যপ্রাণী** ঃ মানুষ, গৃহপালিত পশুপাখি এবং মাছ ব্যতীত প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাসকারী মের"দন্ডী প্রাণী। উভচর, সরীসৃপ, পাখি এবং স্ড়ন্যপায়ীর সদস্য, তাদের ডিম ও শাবক বন্যপ্রাণীদের অন্ড়র্ভূক্ত। বাংলাদেশে আছে প্রায় ২২ প্রজাতির উভচর, ১০৯ প্রজাতির অভ্যন্ড়রীণ ও ১৭ প্রজাতির সমুদ্রিক সরীসৃপ, ৩৮৮ প্রাজাতির আবাসিক ও ২৪০ প্রাজাতির পরিযায়ী পাখি এবং ১১০ প্রজাতির অন্ড়র্দেশীয় ও ৩ প্রজাতির সামুদ্রিক স্ড়ন্যপায়ী প্রাণী। বর্তমানে দেশের অন্ড়র্দেশীয় ও আবাসিক ৮৯৫ প্রজাতির (২৬৬টি স্বাদুপানি ও স্বল্পলোনাপানির মাছসহ) মধ্যে ২০১ প্রজাতি বিভিন্ন ধরনের হুমকির সম্মুখীন এবং ২২৩ প্রজাতির অবস্থা অনিশ্চিত ও আশঙ্কাজনক। যেহেতু অধিকাংশ বন্যপ্রাণী প্রধানত বনাঞ্চলের ধরন, অবস্থা এবং বিস্ড়তির উপর নির্ভরশীল, এসব প্রাকৃতিক পরিবেশের অবনতি তাই স্থানীয় ও আবাসিক পশুপাখিকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। বিগত তিন দশকে বাংলাদেশে বনাঞ্চলের অবনতি ঘটেছে প্রচ"ভাবে।

- **সংশোধিত বন্যপ্রাণী আইন ঃ**

- **বাংলাদেশ গেজেট**
  বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
  ঢাকা, ১০ জুলাই, ২০১২/২৬ আয়াঢ়, ১৪১৯
  সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১০ জুলাই, ২০১২/২৬ আষাঢ়, ১৪১৯ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করেছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়েছে।

- **২০১২ সনের ৩০ নং আইন**
- বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রচলিত আইন রহিতপূর্বক দেশের জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানকল্পে প্রণীত আইন;
- যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮ক-এ রাষ্ট্র কর্তৃক জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের বিষয়টি অন্তবর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং
- যেহেতু বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রচলিত আইন রহিতপূর্বক দেশের জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়।

- **সংশোধিত বন্যপ্রাণী আইনে আছে ৫৪টি ধারা ও ১০টি অধ্যায়। উলে- খযোগ্য ধারা সমূহ হচ্ছে-**

- ধারা ৩ঃ বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা বোর্ড
- ধারা ৪ঃ বৈজ্ঞানিক কমিটি
- ধারা ৫ঃ দায়িত্ব অর্পণ
- ধারা ৬ঃ বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা
- ধারা ৭ঃ বিপন্ন, বিপদাপন্ন ও মহ-বিপদাপন্ন প্রজাতি নির্ধারণ
- ধারা ৮ঃ বন্যপ্রাণী অপসারণ
- ধারা ৯ঃ বন্যপ্রাণী অবমুক্তকরণ
- ধারা ১০ঃ পারমিট প্রদান
- ধারা ১১ঃ বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ নিবন্ধিকরণ এবং নিবন্ধন সনদ ইস্যু
- ধারা ১৩ঃ অভয়ারণ্য ঘোষণা
- ধারা ১৪ঃ অভয়ারণ্য সম্পর্কে বাধা নিষেধ
- ধারা ১৬ঃ অভয়ারণ্য ব্যবস্থাপনা
- ধারা ১৭ঃ জাতীয় উদ্যান ঘোষণা
- ধারা ১৯ঃ সাফারী পার্ক, ইকোপার্ক, উদ্ভিদ উদ্যান এবং বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র ঘোষনা
- ধারা ২০ঃ ল্যন্ডস্কেপ জোন বা করিডোর, বাফার জোন ও কোর জোন ঘোষণা
- ধারা ২১ঃ সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
- ধারা ২২ঃ বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা ঘোষণা
- ধারা ২৩ঃ জাতীয় ঐতিহ্য, স্মারক বৃক্ষ, পবিত্র বৃক্ষ এবং কুঞ্জবন ঘোষণা
- ধারা ২৪ঃ লাইসেন্স
- ধারা ২৫ঃ লাইসেন্স বাতিল ও স্থগিতকরণ
- ধারা ২৬ঃ আপিল
- ধারা ২৭ঃ তথ্য সংরক্ষণ
- ধারা ২৮ঃ আমদানি
- ধারা ২৯ঃ রপ্তানি
- ধারা ৩০ঃ বন্যপ্রাণী উদ্ধার কেন্দ্র
- ধারা ৩১ঃ বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট গঠন
- ধারা ৩২ঃ জব্দকরণ
- ধারা ৩৩ঃ প্রবেশ, ইত্যাদির ক্ষমতা
- ধারা ৩৪ঃ কতিপয় অপরাধের দ
- ধারা ৩৫ঃ ধারা ১৪ এর বিধান লংঘনের দ
- ধারা ৩৬ঃ বাঘ ও হাতি হত্যা, ইত্যাদির দ

- ধারা ৩৭ঃ চিতা বাঘ, লাম চিতা, উল-ুক, সাম্বার হরিণ, কুমির, ঘড়িয়াল, তিমি বা ডলফিন হত্যা, ইত্যাদির দ
- ধারা ৩৮ঃ পাখি বা পরিযায়ী পাখি হত্যা, ইত্যাদির দ
- ধারা ৩৯ঃ ধারা ৬, ১০, ১১ ও ১২ এর বিধান লংঘনের দ
- ধারা ৪০ঃ ধারা ২৪ ও ২৭ এর বিধান লংঘনের দ
- ধারা ৪১ঃ অপরাধ সংঘটনের সহায়তা, প্ররোচনা, ইত্যাদির দ
- ধারা ৪২ঃ মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা দায়ের বা বেআইনীভাবে জব্দকরণের দ
- ধারা ৪৩ঃ অপরাধের আমলযোগ্যতা, আমল অযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা, জামিন অযোগ্যতা ও আপোষ যোগ্যতা
- ধারা ৪৪ঃ অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ ও বিচার
- ধারা ৪৫ঃ ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ
- ধারা ৪৬ঃ কোম্পানী, ইত্যাদি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন

বন আইন ঃ

❖ এরপর নিম্নে বর্ণিত বন আইনের উপর আলোচনার সূত্রপাত কর ন।

- **বন আইন, ১৯২৭ঃ** ১৯২৭ সালের বন আইন সংশোধিত রূপ এবং সংশি- ষ্ট বিধিবিধানসহ এখনও বাংলাদেশে বন পরিচালনার মৌলিক আইন হিসাবে রয়ে গেছে। সংরক্ষিত বন সুরক্ষার ওপর এই আইনে গুর ত্বরোপ করা হয়েছে। এই আইনের কতিপয় গুর ত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

- বন আইনের অধিনে বনভূমির ওপর সকল অধিকার ও দাবি সংরক্ষণের সময় নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এই আইনে যে-কোন ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠিকে কোন ধরনের নতুন অধিকার প্রদান নিষিদ্ধ; বন বিভাগের অনুমতি ব্যতীত সংরক্ষিত বনের অভ্যন্ড়রে যে-কোন কর্মকা নিষিদ্ধ; অধিকাংশ আইনের লঙ্ঘনই আদালতে মামলাযোগ্য এবং সর্বনিম্ন শাস্ড়ি ২,০০০ টাকা জরিমানা এবং/অথবা দুই মাসের সশ্রম কারাদ; এই আইন সংরক্ষিত বনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত জলস্রোতের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বন বিভাগকে প্রদান করেছে।

- বনভূমি সংরক্ষণের জন্য আইন প্রণয়ন বাংলাদেশের বনভূমি সংরক্ষণের গুর ত্বপূর্ণ বিধিবিধান ও আইনসমূহের ভিত্তি হলো ১৯২৭ সালের ব্রিটিশ ভারতের বন আইন। ১৯৭২ সালের বন আইন সংশোধনের মাধ্যমে কিছুটা পরিবর্তিত হয় এবং ১৯৯০ সালে সংশোধিত বন আইন চালু হয়। বনজ উদ্ভিদকুল সংরক্ষণের বন (সংশোধনী) আইন, ১৯৯০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে ব্যক্তি মালিকানাধীন বন অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ ও আতিয়া বন (সংরক্ষণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮২। ইটের ভাটায় কাঠ পোড়ানো বন্ধের লক্ষ্যে ১৯৮৯ বালে ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ (সংশোধনী) আইন চালু হয়। ১৯৯২ সালে ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধিত হয় এবং সেই বছরই দেশের বনজ সম্পদ সংরক্ষণের কঠোর পদক্ষেপ হিসাবে ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ (সংশোধনী) অধ্যাদেশ কার্যকর করা হয়। সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন উভয় প্রকার বনভূমি থেকে বনজ সামগ্রী স্থানান্ড়র নিয়ন্ত্রণের জন্য বন আইনের অধীন বনজ সম্পদ পরিবহণ বিধি (Forest Transit Rule) প্রণীত হয়। বনজ সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর জন্য বনে কড়া পাহারা এবং বন (সংশোধনী) আইন, ১৯৯০-এর পূর্ণপ্রয়োগ কার্যকর করা হয়।

পরিবেশ আইন ঃ

❖ এরপর পরিবেশ আইনের উপর আলোচনার সূত্রপাত কর"ন এবং ফ্লিপ চার্ট/পোস্টার প্রদর্শন ও বর্ণনা কর"ন।

- **পরিবেশ আইন** পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থান তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণের আইনি পদক্ষেপ। এ আইনসমূহ স্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য বিশ্ব আন্দোলনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নাগরিক ও সরকারি সংস্থাসমূহের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে।

- পানিদূষণ রোধকল্পে ১৯৭৪ সালে একটি আইন প্রণীত হয়। ১৯৯৭ সালে এই আইনের স্থলে একটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। পানি-সংশি- ষ্ট বিষয়টি পরবর্তী সময়ে পরিবেশ ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত হয় এবং ফলে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ প্রণীত হয়। এ আইনে পরিবেশ সংরক্ষণের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয় তাতে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের গুণগত ও পরিমাণগত উন্নয়ন এবং সেগুলির মানের ঘাটতি রোধ করার কথাই বলা হয়েছে। এই আইনে পরিবেশ বলতে বোঝানো হয়েছে পানি, বাতাস, ভূমি ও অন্যান্য ভৌত সম্পদ এবং এগুলির পারস্পারিক সম্পর্ক এবং মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী, গাছপালা ও অণূজীবসমূহের মধ্যকার সম্পর্ক।

- কোন এলাকার পরিবেশে ক্ষতির পরিমাণ মারাত্মক আকার ধারণ করলে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ অনুসারে সরকার সেই এলাকাকে বাস্তুসংস্থানিকভাবে সংকটপূর্ণ হিসাবে ঘোষণা করতে পারে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় যে ১২টি এলাকাকে সংকটপূর্ণ ঘোষণা করেছে সেগুলি হলো সুন্দরবন, কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ড় সমুদ্রসৈকত, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ, সোনাদীয়া দ্বীপ, হাকালুকি হাওর, টাঙ্গুয়ার হাওর, মারজাত হ্রদ, গুলশান লেক, বুড়িগঙ্গা নদী, শীতলক্ষ্যা নদী, বালু নদী ও তুরাগ নদী। এ সকল সংকটপূর্ণ এলাকায় কিছু কার্যক্রম নিষিদ্ধ, যেমন গাছ কাটা বা সংগ্রহ, বন্যপ্রাণী ফাঁদে ধরা বা শিকার, শামুক প্রবাল কচ্ছপ ও অন্যান্য প্রাণী ধরা বা সংগ্রহ; এমন কর্মকা" যা ওই এলাকার উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রতি হুমকিস্বরূপ এবং ওই এলাকার মাটি ও পানির প্রাকৃতিক গুণাবলি পরিবর্তন বা নষ্ট করতে পারে; ওই এলাকার পানি, মাটি, বাতাস দুষিত করে অথবা শব্দদূষণ ঘটায় এমন কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং এমন কোন কর্মকা" যা মাছ ও জলজ প্রাণীর জন্য ক্ষতিকর।

ইট-পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন ঃ

ইট-পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন ১৯৮৯ অনুসারে ইট পোড়ানোর জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে অনুমোদনপত্র নিতে হয়। ইটের ভাটিতে জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং নিয়মভঙ্গ করলে অনুমোদনপত্র বাতিল সহ ৫০,০০০ টাকা জরিমানা বা ৬ মাসের জেল হতে পারে।

অধিবেশন ঃ ৮

শিরোনাম ঃ কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/সদস্যাদের নিরাপত্তা ও ঝুঁকি বিশে- ষণসহ 'করনীয়' ও 'বর্জনীয়' বিষয়সমূহ

উদ্দেশ্য ঃ অংশগ্রহণকারীগণ কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/সদস্যাদের 'করনীয়' ও 'বর্জনীয়' বিষয়সমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

সময় ঃ ৩০ মিনিট।

পদ্ধতি ঃ পোস্টার/মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপন ও আলোচনা ।

উপকরণ ঃ বোর্ড, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া/পোস্টার পেপার/ফ্লিপ চার্ট এবং হ্যান্ডনোট।

প্রক্রিয়া ঃ

অংশগ্রহণকারীদের নিকট জানতে চান পেট্রোলিং এর সময় কি কি 'করনীয়' ও 'বর্জনীয়' বিষয়াদি আছে যা কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/সদস্যাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। পরে 'করনীয়' ও 'বর্জনীয়' বিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত কর"ন এবং ফ্লিপ চার্ট প্রদর্শন ও বর্ণনা কর"ন।

❖ কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/সদস্যাদের যৌথ টহলের সময় নিম্নলিখিত করনীয় বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে

- নির্দিষ্ট সময়ানুযায়ী টহলে যেতে হবে।
- পোষাক পরিধান করতে হবে।
- দলে বনকর্মী থাকতে হবে।
- বিট কর্মকর্তার পরামর্শ অনুযায়ী যৌথ টহলের স্থান নির্ধারন করতে হবে।
- অবৈধ বৃক্ষ নিধনের কোন ঘটনা জানার সাথে সাথে তা বিট কর্মকর্তা/রেঞ্জ কর্মকর্তা/সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিকে জানাতে হবে।

❖ কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/সদস্যাদের যৌথ টহলের সময় নিম্নলিখিত বিষয় বর্জন করতে হবে

- বিট কর্মকর্তার বিনা অনুমতিতে টহলের স্থান পরিবর্তন করা।
- টহল দলের কোন সদস্য এককভাবে কোন এলাকায় টহলে যাওয়া।
- পেট্রোলিং দলের সকল সদস্য বন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর, এমন ধরণের কাজে লিপ্ত থাকা।
- কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের কোন সদস্য বন সম্পর্কিত অপরাধ বা ব্যক্তি স্বার্থ সংক্রান্ড় দ্বন্দ্বে জড়িত থাকা।

অধিবেশন ঃ ৯

শিরোনাম ঃ রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণে কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের সদস্য/সদস্যাদের উদ্যোগসমূহের প্রতিফলন এবং উদ্ভূত সমস্যা ও ইস্যুসমূহ

উদ্দেশ্য ঃ অংশগ্রহণকারীগণ কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের উদ্যোগসমূহের প্রতিফলন এবং উদ্ভূত সমস্যা ও ইস্যুসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন ।

সময় ঃ ৩০ মিনিট।

পদ্ধতি ঃ পোস্টার/মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপন ও অংশগ্রহণমূলক আলোচনা এবং প্রশ্ন-উত্তর।

উপকরণ ঃ বোর্ড, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া/পোস্টার পেপার/ফ্লিপ চার্ট এবং হ্যান্ডনোট।

প্রক্রিয়া ঃ

রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণে প্রতিটি কম্যুনিটি পেট্রোলিং দলের বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে কিছু না কিছু সাফল্য আছে। সেই সাফল্যগুলি আলোচনা করুন এবং জানতে চান এই সাফল্য অর্জন করতে তাঁরা কি ধরনের সমস্যার সম্মুখিন হয়েছেন। জিজ্ঞাসা করুন, এছাড়া তাঁদের আরো কোন বিষয় বা ইস্যু আছে কিনা যা পেট্রোলিং দলের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করবে। পরে প্রশিক্ষক পূর্বের বিভিন্ন অধিবেশনে আমরা যা শিখেছি তা থেকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন এবং বিস্তারিত আলোচনা করুন এবং দিনের প্রশিক্ষণের পর্ব সমাপ্তি ঘোষনা করুন।

ঘটনা বিশে- ষণ (Case Study) ঃ

বন রক্ষায় নারী

টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের খুরশিদা বেগম বনের যৌথ অংশীদারিত্বের জন্য সম্মানজনক পুরষ্কার ‘ওয়াঙ্গারী ম্যাথাই (Wangari Maathai) পুরষ্কার ২০১২ অর্জন করেছেন। সহ-ব্যবস্থাপনায় তার প্রচেষ্টা ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে নেতৃত্ব প্রদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি এ পুরষ্কার পান। পুরষ্কার গ্রহণের জন্য খুরশিদা ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ বাংলাদেশ থেকে ইটালির রাজধানী রোমের উদ্দেশ্যে রওনা হন । Wangari Maathai এর প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (Food and Agricultural Organization-FAO) তৃতীয় বিশ্ব বন সপ্তাহের সভায় তিনি পুরষ্কারটি গ্রহণ করেন। খুরশিদা বেগম পুরষ্কারটি গ্রহণ করে একজন প্রথম নারী পরিবর্তনকারী হিসাবে তাঁর সমাজে ও প্রাকৃতিক সম্পদ যথা বন ও জলাশয় সংরক্ষণে নারীদের আরো অধিক সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মধ্যমে। খুরশিদা প্রথম নারী যিনি বাংলাদেশে প্রথম নারী কমিউনিটি পাহারা দলের (Community Patrol Group-CPG) সূচনা করেন।

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখায় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সনদ

First Wangari Maathai Award winner Kurshida Begum and FAO Assistant Director-General for Forestry Eduardo Rojas-Briales

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বীকৃতি

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখায় স্থানীয় শিক্ষার্থীর অভিনন্দন

সমাপ্ত